বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>008 >>20 Ashwin 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০০৮ >> << ২০শে, আশ্বিণ ১৪৩০>>

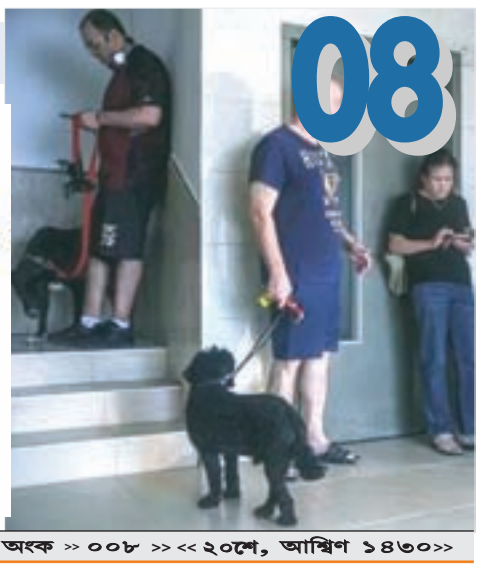

প্রথমবার ট্রান্সজেন্ডার নারী হলেন 'মিস পর্তুগাল'

লিসবন ঃ প্রথমবারের মতো মিস ইউনিভার্স পর্তুগাল খেতাব জিতলেন ট্রান্সজেন্ডার এক নারী। তিনি এল সালভাদরে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার বৈশ্বিক পর্বে পর্তুগালের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেবেন। ট্রান্সজেন্ডার ওই নারীর নাম মারিনা মাশেটি। গত বৃহস্পতিবার পর্তুগালের দক্ষিণাঞ্চলীয় ইভোরার বোরবাতে মিস ইউনিভার্স পর্তুগালের চূড়ান্ত পর্বে প্রথম হন তিনি। ২৮ বছর বয়সী মারিনা পেশায় বিমানবালা। এল সালভাদরে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার বৈশ্বিক পর্বে আরেক ট্রান্সজেন্ডার নারীও অংশ নেবেন। তিনি নেদারল্যান্ডসের রিকি কোলে (২২)। গত জুলাই মাসে তিনি মিস নেদারল্যান্ডস নির্বাচিত হয়েছেন। মিস পর্তুগাল খেতাব জেতার আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে মারিনা লিখেছিলেন, 'প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে মিস ইউনিভার্স পর্তুগালখেতাবটি অর্জন করতে পারলে গর্ব বোধ করব। অনেক বছর আমি এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাইনি। আজ এ প্রতিযোগিতার ফাইনালে অসাধারণ প্রতিযোগীদের সঙ্গে অংশ নিতে পেরে গর্ব বোধ করছি।'

বাজার দর

SENSEX : 65995.63 +364.06
NIFTY : 19653.50 +107.75

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	22.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .29 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .42 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

মেক্সিকোতে বাস উল্টে ১৮ অভিবাসনপ্রত্যাশী নিহত

মেক্সিকো ঃ যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্তে অভিবাসী বহনকারী একটি বাস উল্টে কমপক্ষে ১৮ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৭ জন। গতকাল শুক্রবার ভোরে মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলীয় ওক্সাকা পুয়েব্লা হাইওয়েতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মেক্সিকোর ওক্সাকা রাজ্যের প্রসিকিউটরের অফিস থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিহত ১৮ জনের মধ্যে ৩ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাঁরা সবাই ভেনেজুয়েলা ও হাইতির বাসিন্দা। আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য কর্তৃপক্ষ বিধ্বস্ত বাসটির ছবি প্রকাশ করেছে। মেক্সিকোর জাতীয় অভিবাসন সংস্থা জানিয়েছে, বাসটিতে অন্তত ৫৫ জন বিদেশি নাগরিক ছিলেন। হতাহত ব্যক্তিদের মধ্যে পেরুর নাগরিকও আছেন। যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার চেষ্টায় বিভিন্ন দেশ থেকে হাজারো অভিবাসনপ্রত্যাশী বাস, ট্রেলার ও মালবাহী ট্রেনে এই পথে যাতায়াত করেন। তাঁরা প্রায়ই অপহরণ ও সীমান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা চাঁদাবাজি এমনকি মারাত্মক দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে থাকেন। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম) তথ্য অনুসারে, ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমেরিকা মহাদেশে ৮ হাজার ২০০ জনের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী নিহত বা নিখোঁজ হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনার অধিকাংশই মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার চেষ্টা করার সময় ঘটেছে। আইওএম গত মাসে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্ত 'বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিবাসন স্থলপথ'। গত বছর এই পথে ৬৮৬ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু ও নিখোঁজ হয়েছেন। গত রোববার মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলীয় চিয়াপাস রাজ্যে পণ্যবাহী একটি ট্রাক উল্টে অন্তত ১০ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়েছেন। তাঁরা সবাই কিউবার বাসিন্দা। গত আগস্টেও মেক্সিকোর নয়ারিত রাজ্যে ভারত, ডমিনিকান রিপাবলিক ও আফ্রিকান অভিবাসীদের একটি বাস গিরিখাতে পড়ে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ২৩ জন। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে চিয়াপাসে প্রায় ১৬০ জন যাত্রী বহনকারী ট্রাক উল্টে ৫৬ জনের নিহত হয়। যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোর মধ্যে স্থলসীমান্ত থাকায় অবৈধ অভিবাসনের জন্য অভিবাসনপ্রত্যাশীরা মেক্সিকোর ভূখণ্ড ব্যবহার করেন। মেক্সিকোর সরকারও এটি স্বীকার করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে ১ লাখ ৮৯ হাজারের বেশি অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে। এসব অভিবাসীর অধিকাংশই মধ্য আমেরিকা, ভেনেজুয়েলা, কিউবা ও হাইতি থেকে আসা নাগরিক। মেক্সিকো সীমান্তে নতুন করে প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা বাইডেন প্রশাসনের মার্কিন ও মেক্সিকান ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, দেশ দুটি সীমান্ত নিরাপত্তার আধুনিকীকরণ, আইনি ব্যবস্থার উন্নতি ও অভিবাসন সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসন মোকাবিলা করবে।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্প, ১৪ জনের প্রাণহানি

কাবুল ঃ ভূমিকম্পে কাঁপল আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৩। আজ শনিবারের এ ভূমিকম্পে অন্তত ১৪ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এ ছাড়া ৭৮ জন আহত হওয়ার কথা জানা গেছে। ভূমিধস ও ধ্বংসস্তূপের ভেতর অনেকে আটকা পড়ায় হতাহত বাড়ার শঙ্কা রয়েছে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর হেরাত থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরপশ্চিমে ছিল ওই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। ভূমিকম্পের পর আরও সাতবার ভূকম্পন (পরাঘাত) অনুভূত হয়। এসবের মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৬ থেকে ৬ দমশিক ৩।

কিছুক্ষণ পরপর এক ঘণ্টা ধরে ভূমিকম্প ও এর পরবর্তী ভূকম্পনগুলো অনুভূত হয়। স্থানীয় সময় বেলা ১১টার দিকে ভূমিকম্প আঘাত হানে। এ সময় হেরাত শহরের বাসিন্দাদের বাড়িঘর ও ভবন ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটাছুটি করতে দেখা গেছে। হেরাতের বাসিন্দা ৪৫ বছর বয়সী বশির আহমাদ বলেন, 'সহকর্মীসহ আমি সে সময় অফিসে ছিলাম। হঠাৎ পুরো ভবন কাঁপতে শুরু করে। দেয়াল থেকে খসে পড়তে থাকে পলেস্তারা। দেয়ালে ফাটলও দেখা দেয়। আমাদের অফিস যে ভবনে, সেটির কিছু দেয়াল ও ভবনের কিছু অংশ ধসে পড়েছে।'

বশির আহমাদ আরও বলেন, 'আমি এখনো আমার পরিবারের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। মুঠোফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন। আমি উদ্বিগ্ন ও ভীত। ভূমিকম্প ছিল ভয়ংকর।'

হেরাতের প্রাদেশিক জনস্বাস্থ্যবিষয়ক প্রধান মোহাম্মদ তালেব শহীদ বলেন, ভূমিকম্পে অন্তত ১৪ জনের প্রাণহানি ও ৭৮ জন আহত হয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা, ভূমিকম্পে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

তালেব শহীদ বলেন, 'কেন্দ্রীয় হাসপাতালগুলোয় নিয়ে আসা হতাহত ব্যক্তির সংখ্যা এটি। চূড়ান্ত হিসাব নয়। আমরা জানতে পেরেছি, ভূমিকম্পে ভবন ধসে অনেকেই ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়েছেন।'

গত বছরের জুনে আফগানিস্তানের অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত প্রদেশ পাকতিকা দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে। সেবার এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এতে গৃহহীন হয়ে পড়েছিলেন হাজারো মানুষ। রিখটার স্কেলে এটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৯।

হামাসের দখলে ইসরায়েলি ট্যাংক

ইসরায়েল ঃ ইসরায়েলে হামাসের হামলা শুরুর পর একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হাতে আসা ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, হামাস যোদ্ধাদের হাতে আটক একটি ইসরায়েলি ট্যাংকের ওপর উল্লাস করছেন ফিলিস্তিনিরা। এতে দেখা যায়, গাজায় ইসরায়েলের একটি সাঁজোয়া যান চালাচ্ছেন হামাস যোদ্ধারা। এ নিয়ে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর এক মুখপাত্রের কাছে জানতে চেয়েছিল রয়টার্স। তবে দেশটির কোনো সামরিক ট্যাংক হামাসের কাছে আটক থাকার বিষয়ে মন্তব্য করেননি তিনি। বিবিসিও ভিডিওটির সত্যতা স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করতে পারেনি।

ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর এ পর্যন্ত ইসরায়েল ফিলিস্তিনের পাল্টাপাল্টি হামলায় কমপক্ষে ২৪৭ ফিলিস্তিনি, ৩২ ইসরায়েলি এবং দুজন বিদেশি নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে বেসামরিক নাগরিকও আছেন। ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস আরেকটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। ওই ভিডিওতে হামাস যোদ্ধাদের বেসামরিক পোশাকে থাকা তিন ব্যক্তিকে আটক করতে দেখা গেছে। আজ শনিবার ভিডিওটি প্রকাশ করা হয়েছে। ভিডিওটি শুরু হয়েছে একটি বাক্য দিয়ে। তাতে বলা হয়েছে, 'আল আকসা ফ্লাড' নামে তাদের লড়াইয়ে আল কাসেম ব্রিগেডের হাতে শত্রুপক্ষের বেশ কয়েকজন সেনার আটক হওয়ার দৃশ্য এটি। ভিডিওতে হিব্রু ভাষায় বিভিন্ন লেখা দেখে বোঝা যায়, সেটি 'ইরেজ ক্রসিংয়ের' ইসরায়েলি অংশে ধারণ করা। ক্রসিংটি দিয়ে হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা উপত্যকা ও ইসরায়েলের মধ্যে যাতায়াত করা যায়।

ইসরায়েলে আজ নতুন করে হামাসের অভিযান শুরুর পর ভিডিওটি সামনে এসেছে। অভিযানের প্রথম ২০ মিনিটে ইসরায়েলে ৫ হাজারের বেশি রকেট ছোড়ার দাবি করেছে হামাস। ইসরায়েলের এনটুয়েলভ নিউজের বরাতে রয়টার্স জানিয়েছে, এই হামলায় অন্তত ২২ ইসরায়েলি নিহত হয়েছেন। এরপর দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি।'

মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন বাইডেন সি

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মুখোমুখি বৈঠকের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে হোয়াইট হাউস। ওয়াশিংটন পোস্ট গত বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায়।

ওই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'বৈঠকটি হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই নিশ্চিত। আমরা পরিকল্পনার প্রক্রিয়া শুরু করেছি।' তবে এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের চীনা দূতাবাস তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি। হোয়াইট হাউসও কোনো মন্তব্য করেনি। গত বছরের নভেম্বরে ইন্দোনেশিয়ায় জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে এই দুই নেতার মধ্যে সর্বশেষ বৈঠক হয়েছিল। গত কয়েক মাসের মধ্যে দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বৈঠকের ধারাবাহিকতাতেই এ বৈঠক হতে যাচ্ছে। গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, জুলাইয়ে অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন ও আগস্টে বাণিজ্যমন্ত্রী জিনা রাইমন্ডো চীন সফর করেন।

অতি সম্প্রতি নিউইয়র্কে ব্লিঙ্কেন চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যান ঝেংয়ের সঙ্গে এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাকে সুলিভান মাল্টায় চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বিস্মিত আল আকসার 'স্থিতাবস্থায়' কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টাকে 'চূড়ান্ত সীমা' হিসেবে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়

হামাস কেন ইসরায়েলে হঠাৎ করে হামলা চালাল

গাজা ঃ ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাস অনেকটা আকস্মিকভাবেই ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে। আজ শনিবার সকালের এই হামলা ইসরায়েলিদের পাশাপাশি অনেককে বিস্মিত করেছে। সাধারণত ইসরায়েলি হামলার প্রতিক্রিয়ায় পাল্টা হামলা চালিয়ে আসছিল হামাস। এবার হামাস কেন আগে হামলা চালাল, তা নিয়ে চলছে নানা বিশ্লেষণ।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত হামাসের হামলায় নিহত ইসরায়েলির সংখ্যা ৪০-এ দাঁড়িয়েছে। আর ইসরায়েলি হামলায় ৯ ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফায় একের পর এক হতাহত ব্যক্তিকে আনা হচ্ছে। লোকজনকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বলছে, আজ শনিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছয়টায় ইসরায়েলে হামাসের হামলা শুরু হয়। জবাবে গাজায় হামাসের বিভিন্ন অবস্থানে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। একই সঙ্গে ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে ঢুকে পড়া হামাস যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই চলছে।

হামাসের মুখপাত্র খালেদ কাদোমি আল জাজিরাকে বলেছেন, দশকের পর দশক ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো নৃশংসতার জবাবে এই সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে।

খালেদ বলেন, 'আমরা চাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গাজায়, ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর এবং আমাদের পবিত্র স্থাপনা আল আকসায় ইসরায়েলি নৃশংসতা বন্ধে উদ্যোগ নেবে। এগুলোই হামাসের এই অভিযানের কারণ।'

এর আগে হামাসের সামরিক কমান্ডার মোহাম্মদ দেইফ বলেন, 'দুনিয়ার বুকে সর্বশেষ দখলদারত্বের অবসানে সবচেয়ে বড় যুদ্ধের দিন আজ।' তিনি বলেন, 'যাঁর কাছেই একটি বন্দুক রয়েছে, তাঁর উচিত সেটা নিয়ে বের হওয়া। সময় এসে গেছে।'

ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে দেওয়া এক পোস্টে পশ্চিম তীরের প্রতিরোধযোদ্ধাদের পাশাপাশি আরব ও মুসলিম দেশগুলোকে এই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে হামাস। গাজায় হামাস সরকারের সাবেক উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী গাজি হামাদ আল জাজিরাকে বলেন, যেসব আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করছে, এই অভিযান তাদের জন্যও একধরনের বার্তা।

গাজি হামাদ বলেন, 'আমি মনে করি, এটা তাদের জন্য লজ্জার। ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে আরব দেশগুলোর প্রতি আমি আহ্বান জানাই। কারণ, ইসরায়েল শান্তি ও সহঅবস্থানে বিশ্বাস করে, এমন কোনো দেশ নয়। এটা শত্রুরাষ্ট্র তাদের প্রতিহত করতে হবে।'

আল আকসার মর্যাদা রক্ষা

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মুসলিমদের পবিত্র স্থাপনা আল আকসা মসজিদ চত্বরে ইহুদিদের অনুপ্রবেশের ঘটনা বেড়েছে। ফিলিস্তিনিরা এ ধরনের অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। এ নিয়ে আল আকসায় মুসল্লিদের ওপর বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী।

হামাসের পক্ষ থেকে আল আকসার 'স্থিতাবস্থায়' কোনো ধরনের পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টাকে 'চূড়ান্ত সীমা' হিসেবে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এরপরও সেখানে ইসরায়েলি বাহিনীর পাহারায় ইহুদিদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত ছিল।

হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়া বলেছেন, 'আল আকসার মর্যাদা রক্ষায় আমরা এই যুদ্ধ শুরু করেছি।'

এদিকে পরিস্থিতি পর্যালোচনায় জরুরি বৈঠক ডেকেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের সন্ত্রাস এবং দখলদার সেনাদের থেকে আত্মরক্ষার অধিকার ফিলিস্তিনিদের আছে। ফিলিস্তিনি জনগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন আব্বাস।

মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা সহ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ফারাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দিল তৃণমূল নেতৃত্ব

মালদা ঃ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা সহ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ ফারাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দিল তৃণমূল নেতৃত্ব। এমনকি বিক্ষোভ সভার মঞ্চ থেকে ফারাক্কা ব্যারেজের জেনারেলকে ভাঙনের দুর্গতদের মতো গঙ্গার জলে নিয়ে ডুবানোর হুমকি দিয়েছেন তৃণমূলের মালদা জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। একইভাবে এদিন বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেছেন গত পাঁচ বছরে মালদা ও মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ভাঙ্গন নিয়ে বিজেপির সাংসদেরা পার্লামেন্টে কোন প্রশ্নই তোলেন নি । সামনে লোকসভার নির্বাচন এখন ওদের ভাঙ্গন নিয়ে ঘুম ভেঙেছে। কেন্দ্র কাজ না করলে ছেড়ে কথা বলব না। আজকে শুধু জেনারেল ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া নয়, আগামী দিনে হাজার হাজার ভাঙ্গন দুর্গতদের নিয়ে যে আঃেদালন শুরু হবে তার জন্য দায়ী থাকবে কেন্দ্রের অধীনস্থ এই ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ।

সোমবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা ব্যারেজ সংলগ্ন টেগোর সেন্টার খেলার মাঠে মালদা ও মুশিদাবাদ জেলার তৃণমূল নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে এই বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের তৃণমূল সাংসদ খালিলুর রহমান, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ , মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী , বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক চন্দনা সরকার সহ অন্যান্যরা।

এদিন বিক্ষোভ সভার প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই দুই জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব ফারাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে সরাসরি গঙ্গা ভাঙ্গনের জন্য দায়ী করেছেন। কেন্দ্রের অঙ্গুলী হেলনে যে ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ দুই জেলার গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, তা বিক্ষোভ সভার মঞ্চ থেকেই প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন তৃণমূলের মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কেরা।

এদিন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, দুই জেলার গঙ্গার ভাঙ্গন নিয়ে এতদিন ধরে শীতঘুমে ছিল বিজেপি। এখন ওদের ঘুম ভেঙেছে। ভাঙ্গন নিয়ে ওরা এখন কতই না তৎপরতা দেখাচ্ছে। অথচ গত পাঁচ বছরে পার্লামেন্টে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু সহ আর যারা রয়েছেন, তারা একবারের জন্য ভাঙ্গন নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। রাজ্যের শেষ মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর কি কি কাজ হয়েছে তা এদিনের সভামঞ্চে বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, ভোট আসলে গ্যাসের দাম অদ্ভুতভাবে কমিয়ে দেয় এই কেন্দ্রের মোদি সরকার। আর লোকসভার ভোট মিটলেই সেই গ্যাসের দাম দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মানুষ সবই দেখছে। এতদিন গঙ্গার ভাঙ্গন নিয়ে যে পরিস্থিতি দুই জেলায় তৈরি হয়েছে, সে ব্যাপারে একবারের জন্যও খোঁজখবর নেন নি বিজেপির সাংসদ, বিধায়ক এবং নেতারা। মালদার মানিকচক থেকে বৈষ্ণবনগর গঙ্গার ভাঙ্গনে একের পর এক ভিটেমাটি হারিয়ে ফেলছেন মানুষ । অসংখ্য জমি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। অথচ ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। তাদেরকে বলে দিতে চাই বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করবেন না। মানুষ চুপ করে বসে থাকবে না। ভাঙ্গন প্রতিরোধ কাজ না করা হলে এই আন্দোলন বৃহত্তর হবে। এদিন সাত দফা দাবিতে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। এরপরে আরো আন্দোলন বৃহত্তর হবে।

তৃণমূলের মালদা জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, যেভাবে গঙ্গার ভাঙ্গনে অসংখ্য পরিবার সর্বহারা হয়ে চোখের জল ফেলছেন , তা আমরা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছি না। হাজার হাজার ভাঙ্গন দুর্গতি মানুষেরা ডুবে যাবে, আর কেন্দ্রের অধীনস্থ ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ চুপ করে বসে থাকবে তা হতে দেব না। মনে রাখবেন অসহায় মানুষেরা বন্যা ও ভাঙ্গনে যদি ডুবে তাহলে আমিও জেনারেল ম্যানেজারকে নিয়ে গঙ্গায় ঢুকবো। ছেড়ে কথা বলবো না।

বিধায়ক রহিম বক্সি আরও বলেন, ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ যদি ভাবে এদিনের বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচির মাধ্যমে দুই জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব চুপচাপ থেকে যাবে, তাহলে সেটা ওদের ভুল ধারণা। এটা শুধু বিক্ষোভ ডেপুটেশন দিয়ে শুরু হলো। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো। গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ কেন্দ্রকেই করতে হবে। কারণ, গঙ্গা জাতীয় নদী। এই সমস্যা গোটা দেশের। তারপরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজে উদ্যোগ নিয়ে সেচ দপ্তরের মাধ্যমে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। এই দ্বিচারিতা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। লোকসভা ভোটের আগে ভাঙ্গন নিয়ে বিজেপির নেতাদের অপপ্রচার কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না । তাই এদিন থেকেই গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধের দাবি জানিয়ে এই বিক্ষোভ সমাবেশ ও আঃেদালনের ডাক দেওয়া হয়েছে। যা আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আকার নিবে.

জোড়া দাঁতালের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো বাড়ি ও দোকানের একটি অংশ

জলপাইগুড়ি ঃ ব্লকের আংরাভাসা এলাকায় শনিবার গভীর রাতের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জোড়া দাঁতালের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হলো বাড়ি ও দোকানের একটি অংশ। শনিবার মাঝরাতে রাতে মুষলধারে বৃষ্টিতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন মহাদেব বিশ্বকর্মার পরিবার। মহাদেব বাবুর দোকান ও বাড়ি একই সঙ্গে লাগানো। হঠাৎ গভীর রাতে তিনি দোকান ঘর ভাঙ্গার আওয়াজ পান। দেখতে পান একটি দাঁতাল হাতি তার দাঁত দিয়ে দোকানের টিনের বেরা ভেঙে দিচ্ছে ,আরেকটি পাশে দাড়িয়ে রয়েছে। দোকান ছেড়ে হামলা চালায় বাড়িতেও । দোকানে মজুদ করা খাদ্যদ্রব্য সাবার করে । হাতির আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ঐ পরিবারটি। কোনক্রমে পালিয়ে বাঁচেন তারা।বেশ কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালানোর পর হাতিটি ফের মোরাঘাটের জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

ভারতীয় জনতা পার্টি দমদম বিধানসভা মণ্ডল তিন এর কর্মীরা তাদের এলাকার বিভিন্ন মন্দির থেকে মাটি সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছে

কলকাতাঃ দিল্লিতে রাজপথের নাম পরিবর্তন করে করা হয়েছে কর্তব্য পথ যেখানে রয়েছে নেতাজি মূর্তি আর এই কর্তব্য পথকে সুন্দর করে বানানো হচ্ছে উদ্যান যেই উদ্যানে সারাদেশর থেকে মাটি পৌঁছাচ্ছে সেখানে, তাই ভারতীয় জনতা পার্টি দমদম বিধানসভা মণ্ডল তিন এর কর্মীরা তাদের এলাকার বিভিন্ন মন্দির থেকে মাটি সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছে দিল্লিতে, ঢাক ঢোল সহকারে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আযয়োজন করা হয়, যার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে এই মাটি সংগ্রহ করা হয় ।উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র ও রাজ্য কমিটির সদস্য বিমল শঙ্কর নন্দ ও স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা। এই শোভাযাত্রা দমদম স্টেশন এর সামনে থেকে শুরু হয় এবং দমদমের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে।

রাধাষ্টমীর পূজা শেষ হতেই মূর্তি উধাও

নদীয়া ¯ সারাদেশেই যখন ধুমধাম করে রাধাষ্টমী উদযাপন হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে বসতবাড়ির মন্দির থেকে চুরি হয়ে গেল রাধামাধবের যুগল মূর্তি ও মূর্তির গহনা। এমনি চাঞ্চল্যকর ঘটনা নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের সত্য নগরে । এই কৃষ্ণগঞ্জে কয়েকদিন আগে ও চুরি গেছে বেশ কয়েকটি বাড়িতে । তবে সেগুলি চুরি হয়েছে রাতে আর এখানে চুরি হয়েছে দিনেদুপুরে । রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে গতকাল দুপুরে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের সত্য নগর গ্রামে পাপিয়া করের বাড়িতে রাধা অষ্টমীর পূজো ছিল । পুজো দেবার পর বাড়ির লোকজন রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে সেই সুবাদে চোরেরা এসে রাধা কৃষ্ণের মূর্তি সোনার টিপ ও সাত ভরি রুপোর গহনা নিয়ে চম্পট দেয় ঠাকুর ঘর থেকে বলে অভিযোগ । পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে বৈকালে ঠাকুরের পূজার প্রসাদ দিতে গিয়ে পরিবারের সদস্য দেখতে পান সিংহাসন থেকে ঠাকুর উধাও । এরপর খোঁজাখুঁজি শুরু হয় । প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন । এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে রাত্রিবেলায় কৃষ্ণগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয় । দিনে দুপুরে বাড়িতে লোক থাকা সত্ত্বেও চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিলেন বাড়ির সদস্য পাপিয়া কর।

ডেঙ্গি বাড়বাড়ন্ত কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ছে সাধারণ মানুষ থেকে নিয়ে চিকিৎসক মহলে

কলকাতা --ডেঙ্গি বাড়বাড়ন্ত কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ছে সাধারণ মানুষ থেকে নিয়ে চিকিৎসক মহলে। ভিরোলজিস্ট দের মতে সেপ্টেম্বর মাসের পর ডেঙ্গি মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মতে এখন পর্যন্ত অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতায় এখনো ডেঙ্গি অনেক কম বলে দাবি করলেন তিনি। যাতে ডেঙ্গু কম থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে দাবি কলকাতা পৌর সংস্থার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। তার যুক্তি যেহতু এখন করোনা নয় লকডাউন নেই তাই মানুষের চলাফেরার গতিবিধি বেশি । তাই ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানান তিনি। তবে মাশা কোথায় কামড়াচ্ছে সেটা চিহ্নিত করা তো মুশকিল। তাই আমরা প্রচার আরো বৃদ্ধি করছি। মানুষ যাতে সচেতন হন তার জন্য প্রয়াস করছি বলে জানালেন মেয়র। এদিন তিনি বলেন আমরা আমাদের সাধ্য মত চেষ্টা করছি। যেমন বাড়ি বাড়ি যাওয়া, রক্ত পরীক্ষা করা এবং ফিভার ক্লিনিক চালু রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দাবি সামনেই দুর্গা পূজা ও হবে প্রচার ও হবে। যেহতু আমরা এখানে জন্মেছি প্যাচপ্যাচে আবহাওয়া তাই স্বাভাবিক ভাবে ডেঙ্গু হবে। তার মধ্যে আমাদের লড়াই করে থাকতে হবে বলে জানলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন স্বাস্থ্য কেন্দ্রেরগুলি সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে বলে জানলেন মেয়র। তিনি বলে এখন শনিবার ও রবিবার খুলা থাকবে কলকাতার স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র। আজকে চারু মার্কেটে দেশপ্রেম শস্মাল রোডের বাড়ি নিয়ে মেয়র জানান যে এই ঘটনায় দুজন জখম হয়েছে। আমরা তাদের কে অকুপ্যান্সি সার্টিফিকেট দিয়ে বাড়ি ফাঁকা করে দিতে বলেছি। পুলিশের সাহায্য নিয়ে তারা বাড়ি ফাঁকা করে দেবে। আর যদি কেউ সেখানেই থাকতে চাই। তাহলে টিনের শেড দিয়ে তারা থাকতে পারেন বলে জানিয়েছেন মেয়র। তবে এদিন চিংড়িঘাটা উড়ালপুল ভেঙে দেওয়ার বিষয় খারিজ করে দিয়ে জানান যে এখন পর্যন্ত উড়ালপুল ভেঙে দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের ডিজাইনে গলদ ছিল। বামফ্রন্ট আমলে ব্রিজ তৈরি হয়েছিল। তবে বিশেষজ্ঞ দের মতামত যে এখন চিংড়িঘাটা উড়ালপুল ঠিকই আছে বলে জানালেন ফিরহাদ হাকিম।

পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ নম্বর ব্লকের মিরপুরের মলয়এর গুমটি থেকে ট্রান্সফর্মার পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা

পূর্ব বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ নম্বর ব্লকের মিরপুরের মলয়এর গুমটি থেকে ট্রান্সফর্মার পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা। এই রাস্তাটি দিয়ে বিদ্যালয়ে যায় মীরপুর জুনিয়ার হাই স্কুল ও মীরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের রোজই রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তাটির অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে, যেকোনো সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের এবার অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। অবশেষে বেহাল রাস্তা পরিদর্শনে এলেন রায়না ২ নম্বর ব্লকের বিডিও অনিশা যশ ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্তের কর্মাদ্যক্ষ সৈয়দ কলিমুদ্দিন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এই রাস্তাটি দ্রুত নতুন করে নির্মাণ করা হবে র। বিডিও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেও কথা বলেন ।

বিশ্বকর্মা পূজোর দিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। আর বাড়ি ফেরেনি বছর ৩২ এর অটো চালক

শিলিগুড়ি। নিখোঁজ ছোট্টু। বিশ্বকর্মা পূজোর দিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। আর বাড়ি ফেরেনি বছর ৩২ এর আশিষ অধিকারী ওরফে ছোট্টু। ৫ দিন ধরে হন্যে হয়ে খুঁজেও হদিস নেই ছেলের। চিন্তায় নাওয়া খাওয়া ভুলেছেন বৃদ্ধ বাবামা। ছোট্টু পেশায় একজন অটো চালক। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের হায়পাড়ার মাছবাজার এলাকার বাসিন্দা সে। আশিষের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার বিশ্বকর্মা পূজোর দিন সকাল বেলা স্নান সেরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। উদ্দেশ্য ছিল মালিকের বাড়িতে পূজো দিতে যাওয়া। পূজো দিয়েছিল। এরপর মালিকই তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। বাড়িতে এসে চা খেয়ে আবার বেরিয়েছিল আশিষ। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। আজ ৫দিন হল, এখনও বাড়ি ফেরেনি। তাতেই দুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন বৃদ্ধ বাবা মা। আত্মীয় পরিজন, বন্ধু সকলের কাছে খোঁজখবর নিয়েছেন, কোথাও নেই আশিষ। উপায় না পেয়ে অবশেষে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে আশিষের পরিবার। ছোট্টুর বাবার আবেদন, কেউ যদি তার ছেলেকে কোথাও দেখে থাকেন তৎক্ষণাৎ খবর দিন স্থানীয় পুলিশকে। নয়তো যোগাযোগ করুন ৯৮৩২৪ ৯৩২৩৫ এই নম্বরে।

৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়ি।গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট মেটাতে উদ্যগী হল শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের ওয়ার্ড।রবিবার ওয়ার্ড কাউন্সিলর গৌতম দেব দেবের উপস্থিতিতে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।এদিন ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃনমুল কংগ্রেস কার্যালয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।প্রদীপ প্রজ্জলন করে শিবিরের সুচনা করেন কাউন্সিলর তথা মেয়র গৌতম দেব। এদিনের শিবিরে সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড সভাপতি শুভংকর ঠাকুর ও ওয়ার্ডের যুব সভাপতি সঞ্জয় দত্ত।।

তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের সভাপতি পরিবর্তনের দাবীতে প্রকাশ্যে এল বিজেপির আদি নব্য দন্দ

কোচবিহার ঃবিজেপির তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের সভাপতি হিসাবে বিপ্লব চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা হতেই তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের সভাপতি পরিবর্তনের দাবীতে প্রকাশ্যে এল বিজেপির আদি নব্য দন্দ। নতুন শহর মন্ডলের সভাপতি পরিবর্তনের দাবীতে সংবাদিক সম্মেলন করলেন তুফানগঞ্জ শহরের বেশ কয়েকজন পুরানো কার্যকর্তা। তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রাজদেব শর্মার বাড়িতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবী তোলেন তারা। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ওবিসি মোর্চার সহসভাপতি সুব্রত বসাক, তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রাজদেব শর্মা, নিতাই চন্দ্র দাস সহ আরও অনেকে। যদিও এই দাবীকে মানতে নারাজ তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিধায়িকা মালতি রাভা রায়। তিনি বলেন জেলা সভাপতি কাকে নিয়ে কাজ করবেন তা তার সাংগঠনিক বিষয়। এই সাংগঠনিক বিষয়ে যাদের পদন্নতি হয়েছে সেই যায়গাতে নতুন মুখ এসেছে। কোচবিহার জেলা ওবিসি মোর্চার সভাপতি সুব্রত বসাক, তুফানগঞ্জ শহর মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি রাজদেব শর্মা, নিতাই চন্দ্র দাস বলেন ¯ বিপ্লব চক্রবর্তী সভাপতি হওয়ার পর থেকে তুফানগঞ্জ শহরের ২২ বুথের কমিটি ঘোষণা করতে পারেনি। তাদের একত্রে নিয়ে বৈঠক করতে পারেনি। তার আমলে তৃণমূল কংগ্রেসের বারবারন্ত নজরে এসেছে। আসলে সেটিং এর রাজনীতিতে সাধারণ মানুষকে এবং বিজেপি কর্মীদের মেরে ফেলার গভীর চক্রান্ত হচ্ছে।

বাড়িতেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু মা ও ছেলের। ঘটনায় চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি। গতকাল রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টি জলপাইগুড়িতে। রবিবার বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মা এবং ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া জলপাইগুড়ি শহরের আদরপাড়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। মা টিনের ঘরে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হতেই ছেলে বাঁচাতে গিয়ে মা এবং ছেলে দুজনেরই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়। সাথে সাথে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। মা ননীবালা রায় (৫৩) এবং ছেলে টিংকু রায় (৩৬) জলপাইগুড়ি শহরের আদরপাড়া এলাকার বাসিন্দা। শর্ট সার্কিট থেকেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান। স্থানীয় বাসিন্দা ঋষিকেশ বর্মন জানান, গতকাল রাতে বাড়িতে বিদ্যুত বিভ্রাট ভাই। বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এসে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেলেও রবিবার সকালে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাস্থলে দমকল বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। পুরো ঘটনার তদন্তে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

শিলিগুড়ির ঝোপে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল কোচবিহারের এক যুবকের মৃতদেহ

শিলিগুড়ি ঃ বাগানে ভিতর এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল এলাকায়।, এদিন ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত বাগডোগরা ভুজিয়া পানি এলাকায়। যায় স্থানীয় বাসিন্দারা একটি মাঠের পাশে বাগানে এক ব্যক্তি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এরপরেই খবর ছড়িয়ে পড়তে স্থানীয়রা ভিড় করেন। খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা থানা পুলিশকে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে সেই ব্যক্তি এখানকার বাসিন্দা নয় বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে মৃত ব্যক্তির পকেট থেকে একটি আধার কার্ডের জেরক্স পাওয়া যায়। সেখানে পঙ্কজ সাহা নামে কুচবিহার আশ্রম পাড়ার বাসিন্দা জানা যাচ্ছে। তবে সেখানে থাকা ফোন নাম্বার যোগাযোগের করে বাগডোগরা থানার পুলিশ পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। তবে খুন নাকি আত্মহত্যা তা বলা সম্ভব হচ্ছে না।অন্যদিকে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম ২ অঞ্চলের ফকদইবাড়ি এলাকায় লোকনাথ মন্দিরে চুরি

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম ২ অঞ্চলের ফকদইবাড়ি এলাকায় লোকনাথ মন্দিরে চুরি।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে লোকনাথ মন্দিরের তালা ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতিরা।তবে তালা ভাঙতে না পেরে হুক দিয়ে লোকনাথ বাবার মূর্তি টেনে নিয়ে এসে সোনার টিপ, দুটি চোখ, সোনার চেন ও বালা নিয়ে চম্পট দেয়।রবিবার সকালে মন্দিরে পুজো দিতে গেলে ঘটনা নজরে আসে স্থানীয় এক দোকানদারের।এরপর খবর দেওয়া হয় এলাকার পঞ্চায়ত সদস্য এবং আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকে।পুলিশ পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এদিন স্থানীয়রা জানান, সোনার বিভিন্ন অলঙ্কার চুরি গিয়েছে।এর আগেও এই মন্দিরে এমন ঘটনা ঘটেছিল।

কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ছাদের একাংশ ধসে পড়েছে

কোচবিহার ঃ মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের সি সি ইউনিটের ছাদের অংশ ভেঙে পড়ায় দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে যান রোগীরা। অবস্থা বেগতিক দেখে সেই ইউনিটে ভর্তি রোগীদের দ্রুত অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।।জানা যায় ছাদের সমস্যা রয়েছে এই মেডিকেল কলেজের সে কারণে মেরামতের কাজও চলছে। কিন্তু গত সাত দিন ধরে টানা বৃষ্টিতে হঠাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। দুর্ঘটনার জন্য রোগীর কিছু হয়েছে কিনা জানা যায়নি। তবে জানা যায় রোগীদের স্থানান্তরিত করে পরিবারকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

বিশ্ব নদী দিবসে মেধা পাটেকর আলিপুরদুয়ারে উত্তরবঙ্গের নদী নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন

আলিপুরদুয়ার ঃ আন্তর্জাতিক নদী দিবস উত্যাপন উপলক্ষে আলিপুরদুয়ার পুরহলে বিশ্ব নদী দিবস নিয়ে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী মেধা পাটেকর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায় পরিবেশবিদ অরুপ গুহ সহ বিশিষ্ট অধ্যাপকবৃন্দ।উত্তরের নদনদী নিয়ে দীর্ঘক্ষন ওই সেমিনারে আলোচনা হয়ে।পরে সমাজকর্মী মেধা পাটেকর বলেন,

সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দালাল চক্রের অভিযোগ তোলেন বেশকিছুদিন আগে কমারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র

কলকাতা ঃ সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দালাল চক্রের অভিযোগ তোলেন বেশকিছুদিন আগে কমারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখা তারা গঞ্জ,ক্ষক্ষাগ্ব হাসপাতাল সহ শহর কলকাতার একাধিক হাসপাতালে তারা অভিযান চালান। অভিযান চালানোর মূলত কারণ হচ্ছে ¯ লালবাজারের গুন্ডা দমন শাখা খবর পান, মূলত হাসপাতালে ভর্তি হবার জন্য তারা একটা রেকেট চালাতো। সেই র‍্যাকেটকে ধরার চেষ্টা চালান লালবাজারে গুন্ডা দমন শাখা। তারপর গ্রেফতার করা হয় এনআরএস হাসপাতাল থেকে দুজনকে। ধৃতদের নাম ¯ ১. গৌতম সরকার ২. বিলাস সিংহ। একজনের বাড়ি নদীয়ায় অপরজনের এর বাড়ি নারকেলডাঙ্গা এমনটাই পুলিশ সূত্রের খবর।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস ও একলাখি স্টেশনে হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজ

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ রেল ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে ০৬ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ আগরতলা) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস এবং ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ট্রেন নং. ১৩১৭৪ (আগরতলা শিয়ালদহ) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের দুই মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে একলাখি স্টেশনে ট্রেন নং. ১৩১৬৩-১৩১৬৪ (শিয়ালদহ সহরসা শিয়ালদহ) হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে।

০৬ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে নতুন স্টপেজের সাথে কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করেন মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) ড. জয়ন্তকুমার রায়। অন্যদিকে ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে একলাখি স্টেশনে নতুন স্টপেজের সাথে হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা করেন মাননীয় সাংসদ (লোকসভা) শ্রী খগেন মুর্মু। এই কর্মসূচিগুলিতে ডিভিশনের সিনিয়র রেলওয়ে আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেন নং. ১৩১৭৩ (শিয়ালদহ আগরতলা) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে ১৯.১৬ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ১৯.১৮ ঘণ্টায় রওনা দিবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ১৩১৭৪ (আগরতলা শিয়ালদহ) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে ০৬.০৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ০৬.০৭ ঘণ্টায় রওনা দিবে। ট্রেন নং. ১৩১৬৩

(শিয়ালদহ সহরসা) হাটেবাজারে এক্সপ্রেস ট্রেনটি একলাখি স্টেশনে ০৫.০৪ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ০৫.০৬ ঘণ্টায় রওনা দিবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ১৩১৬৪ (সহরসা শিয়ালদহ) হাটেবাজারে এক্সপ্রেস ট্রেনটি একলাখি স্টেশনে ২১.৫৮ ঘণ্টায় পৌঁছবে এবং ২২.০০ ঘণ্টায় রওনা দিবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির যে সমস্ত যাত্রী রাজ্যের রাজধানীতে যাওয়া আসা করেন তাঁদের জন্য এই দুটি ট্রেনের নতুন স্টপেজ বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিএসএসপি জামশেদপুর এচএলএম ট্রফি জিতেছে, ডিআর স্পোর্টিংকে ৩-০ তে পরাজিত করেছে

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ এচএলএম ট্রফির ফাইনাল ম্যাচটি বিএসএসপি জামশেদপুর এবং ডিআর স্পোর্টিংয়ের মধ্যে খেলা হল। বিএসএসপি জামশেদপুর দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে এবং ডিআর স্পোর্টিংকে ৩ - ০ তে পরাজিত করেছে। ফাইনাল খেলার পর বিজয়ী দল বিএসএসপি জামশেদপুরকে ২ লাখ টাকা এবং এচএলএম ট্রফি প্রদান করা হয়। যেখানে রানার আপ দল ডিআর স্পোপোর্টিংকে ১.৫ লাখ টাকা ও ট্রফি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এর সাথে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অর্জনকারী দলকে ১ লাখ টাকা ও একটি ট্রফি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি সুদেশ কুমার মাহাতো, শ্রোতা ও খেলোয়াড়দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ইচাগড় বিধানসভার জনগণের প্রতি হরেলাল বাবুর সেবা ও নিষ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, জনসেবা হরেলাল বাবুর হৃদয়ের লক্ষ্য এবং এটি একটি মিশন হিসাবে নেওয়া হয়েছে যা নিরন্তর এলাকার সেবায় নিযোজিত রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সাথে আলাপকালে সুদেশ কুমার মাহাতো বলেন যে হরেলাল বাবু খেলাধুলার প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এতে এলাকার খেলোয়াড়দের উত্থানের সুযোগ আসবে। দুই দিনব্যাপী এচএলএম ট্রফি আযোজনের মাধ্যমে জনসেবার লক্ষ্য খেলোয়াড়দের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা। তিনি বলেন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি হরেলাল বাবু এলাকার মানুষের সেবায় অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা স্বয়ং একটি ঐতিহাসিক কাজ। তিনি বলেন, এখানে আযোজিত রক্তদান শিবিরে শতাধিক ইউনিট রক্তদান একটি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব। জনসেবা হি লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরেলাল মাহাতো বলেন, জনসেবা হি লক্ষ্যের পক্ষ থেকে এলাকার ক্রীড়া প্রতিভা বৃদ্ধির জন্য একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার আযোজন করা হল। খেলোয়াড়দের আরও ভালো প্লাটফর্ম দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ধরনের ইভেন্টগুলি একদিকে খেলোয়াড়দের রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে পৌঁছানোর সুযোগ দেয় এবং অন্যদিকে, ক্রীড়াপ্রেমীদের প্রচুর বিনোদন দেয়। এই উপলক্ষ্যে প্রাক্তন মন্ত্রী রামচন্দ্র সহিস, ঝাড়খণ্ডের আন্দোলনকারী নেতা ডাঃ দেবশরণ ভগত, দলগোবিন্দ মাহাতো, নিমডিহ জেলা পরিষদ অসিত সিং পাত্র, সত্যনারায়ণ মাহাতো, নন্দু প্যাটেল, অমলা মুর্মু, রবিশঙ্কর মৌর্য, জেলা সভাপতি শচীন মাহাতো, কানহাইয়া সিং, দুর্যোধন গোপ, গোপেশ মাহাতো, অরুণ মাহাতো, ধর্মরাজ প্রধান সহ শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

যে হয় জায়গায় বিশ্বকাপে বড় দল থেকে পিছিয়ে বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এবারে তাদের সপ্তম বিশ্বকাপ আসরে অংশ নিচ্ছে। ইংল্যান্ডে ১৯৯৯ সালে প্রথমবার অংশ নেয়ার পর থেকে প্রত্যেকটি বিশ্বকাপ খেলা বাংলাদেশ দলকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে এখন আর ছোট বা দুর্বল দল হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু এখনও ক্রিকেট খেলা দেশগুলো থেকে অনেক হিসেবেই বেশ পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। আইসিসি'র র‍্যাংকিংয়ের হিসেবে এবারের আসরের দশ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান আট নম্বরে। তাদের নিচে রয়েছে শুধু আফগানিস্তান আর নেদারল্যান্ডস। বড় দলতো বটেই, কিছু হিসেবে র‍্যাংকিংয়ে নিচে থাকা এই দুই দলেরও নিচে অবস্থান বাংলাদেশের।

বোলিংয়ে বৈচিত্রের ঘাটতি, দুর্বল স্কোরিং রেট, দলীয়ভাবে বড় ইনিংস খেলার অপারগতা সহ কয়েকটি বিচারে এবারের আসরে অধিকাংশ দলের থেকে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে রয়েছে।

স্কোয়াডে নেই লেগ স্পিনার

এবারের বিশ্বকাপের দশ দলের মধ্যে বাংলাদেশই একমাত্র দল যাদের স্কোয়াডে কোনো লেগ স্পিনার নেই। বাংলাদেশ দল কখনোই নিয়মিতভাবে কোনো লেগ স্পিনারের সার্ভিস পায়নি। গত দশকে দলে অলক কাপালি থাকাকালীন পার্ট টাইম লেগ স্পিন করতেন। এরপর কয়েক বছর আগে জুবোয়ের হোসেন লিখন কিছুদিন দলে খেললেও ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করতে না পারায় স্থায়ী হতে পারেননি।

দলে লেগ স্পিনারের অভাব এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বোলিং প্রভাব ফেলতে পারে। এবারের আসর ভারতে হওয়ায় প্রতিটি দলই স্পিন ডিপার্টমেন্টে অন্তত একজন ডানহাতি

লেগ স্পিনার বা বাঁহাতি আন অর্থডক্স স্পিনার রেখেছে।

ডান হাতি লেগ স্পিন ডিপার্টমেন্টে অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাডাম জাম্পা, ইংল্যান্ডে আদিল রশিদ, নিউজিল্যান্ডে ইশ সোধি, পাকিস্তানে শাদাব খান, আফগানিস্তানে রশিদ খান, শ্রীলঙ্কায় দুশান হেমন্ত আর নেদারল্যান্ডসে রয়েছেন তরুণ বোলার শারিজ আহমেদ। দক্ষিণ আফ্রিকা আর ভারতে ডান হাতি লেগ স্পিনার না থাকলেও দুই দলই বাঁ হাতি আন অর্থডক্স স্পিনার বা চায়নাম্যান বোলার স্কোয়াডে রেখেছেন। প্রোটিয়া স্কোয়াডে আছেন তাবরিজ শামসি আর ভারতে কুলদ্বীপ ইয়াদভ।

সবচেয়ে কম স্কোরিং রেট

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের হিসেবে এই বিশ্বকাপে সব দলের মধ্যে বাংলাদেশের দলীয় রান রেট সবচেয়ে কম। অর্থাৎ সব দলের মধ্যে সবচেয়ে ধীরগতিতে ব্যাটিং করা দল বাংলাদেশ। গত এক বছরে খেলা ওয়ানডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই সময়ের মধ্যে খেলা ২৩ ম্যাচে গড়ে ৫.২৩ রান রেটে ব্যাটিং করেছে বাংলাদেশ। গত এক বছরের হিসেবে এবারের বিশ্বকাপে অংশ নেয়া প্রতিটি দলের রান রেটই এর চেয়ে বেশি।

বাংলাদেশের চেয়ে সামান্য এগিয়ে থাকা আফগানিস্তানের রান রেট ৫.২৯, যদিও এ বছরে বাংলাদেশের চেয়ে কম ম্যাচ খেলার কারণে এই হিসেবে এগিয়ে রয়েছে তারা।

বাছাইপর্বে দারুণ পারফর্ম করা নেদারল্যান্ডস অপেক্ষাকৃত নতুন দল হলেও আধুনিক ক্রিকেটের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে দ্রুত। এক বছরে ১৩ ম্যাচ খেলে ৫.৬৭ গড় রান রেটে ব্যাট করেছে তারা।

এই হিসেবে গত এক বছরে নেদারল্যান্ডসের চেয়ে ধীরগতিতে রান তুলেছে পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড আর শ্রীলঙ্কা। এই তিন দলেরই গড় স্কোরিং রেট ৫.৫ এর আশেপাশে।

আর বাকি চার দলেরই - অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত - গত এক বছরে খেলা ম্যাচে গড় রান রেট ৬ এর ওপর। অর্থাৎ আগে ব্যাটিং করলে গড়ে প্রতি ম্যাচেই তিনশো'র বেশি রান করার মত ব্যাট করে তারা।

ব্যাটার প্রতি গড় রান

কোনো দলের মোট রানকে ব্যাটসম্যানের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ব্যাটসম্যানের গড় রান পাওয়া যায়। এই হিসেবের মাধ্যমে ধারণা দেয়া হয় যে একটি দলের প্রত্যেক ব্যাটার গড়ে কত রান করলো।

গত এক বছরে খেলা ওয়ানডে ম্যাচের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই হিসেবে বিশ্বকাপে অংশ নেয়া দশ দলের মধ্যে নবম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

এই সময়ের মধ্যে ২৩ ম্যাচ খেলা বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান প্রতি গড় রান ২৭.৪২। শুধুমাত্র আফগানিস্তানের গড় তাদের চেয়ে কম। ১৪ ম্যাচ খেলে তাদের গড় ২৬.৫৪।

বাংলাদেশ আর আফগানিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যান প্রতি গড় রানও ত্রিশের নিচে। এ বছরে খেলা ২৫ ম্যাচে ব্যাটসম্যান প্রতি প্রায় ২৯ গড়ে রান তুলেছে তারা।

আসরের বাকি সাত দলেরই ব্যাটার প্রতি গড় ৩০ এর ওপর। আইসিসি'র সহযোগী দেশ নেদারল্যান্ডসও গত বছরে খেলা ১৩ ম্যাচে ৩১ এর বেশি গড়ে রান তুলেছে। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যান প্রতি গড়ও একত্রিশের কিছু বেশি।

অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান প্রতি গড় ৩৩৩৪ এর ঘরে আর ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান প্রতি গড় ৩৫'এর ওপরে।

টেইল এন্ডার বা বোলারদের ব্যাট হাতে রান করতে না পারার সমস্যাটা বাংলাদেশ দলে অনেকদিন ধরেই। গত এক বছরের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেও একই চিত্র দেখা যায়।

দলের ব্যাটসম্যান প্রতি গড় রান কম হওয়ারও অন্যতম প্রধান কারণ টেইল এন্ডারদের ব্যাটিংয়ে ব্যর্থতা।

শেষ এক বছরের পরিসংখ্যানের বিচারে টেইল এন্ডারদের রানের গড়ের হিসেবে বিশ্বকাপের দশ দলের মধ্যে বাংলাদেশ অষ্টম। এই হিসেবে বাংলাদেশের নিচে রয়েছে ইংল্যান্ড আর নেদারল্যান্ডস।

গত এক বছরে ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে আট উইকেট পড়ে যাওয়ার পর শেষ দুই উইকেট জুটিতে বাংলাদেশের ব্যাট করতে হয়েছে ১৬ ম্যাচে। এই ১৬ ম্যাচে শেষ দুই উইকেটে দলের রানের খাতায় যোগ হয়েছে গড়ে ১৭.৫ রান। এর মধ্যে গত ডিসেম্বরে ভারতের বিপক্ষে মেহেদি হাসান মিরাজ আর মুস্তাফিজুর রহমানের শেষ উইকেটে ৫১ রান বা এই সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে নাসুম আহমেদের ব্যাটিংয়ে শেষ দুই উইকেটে ২৭ রানের জুটিগুলো দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

টুকরো খবর

সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ঃ আশা আর শঙ্কা সমানে সমান

ঢাকা ঃ আইন করার ৫ বছর পর সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেয়ার কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। অপেক্ষার অবস্থানে নিঃসন্দেহে স্বস্তি অনেক। তবে ক্ষতিপূরণে আবেদনের প্রক্রিয়া এত জটিল যে, প্রকৃত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাবেন কিনা তা নিয়ে থাকছে অনেক সংশয়। দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত ব্যক্তিদের সবার পক্ষে ক্ষতিপূরণ চাওয়া হলে তা দেওয়ার সক্ষমতা আছে কিনা সেই প্রশ্নও থাকছে। সবচেয়ে বড় কথা ক্ষতিপূরণের মামলাগুলো দিনের পর দিন ঝুলে থাকে এবং এখন পর্যন্ত কেউ মামলা করে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন এমন নজির বাংলাদেশে নেই। নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সরকার ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে সড়ক পরিবহন আইন করে। এতে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলা হয়। তবে বিধিমালা করতেই পার হয়ে যায় অনেক সময়। বিধিমালা অনুসারে, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা গেলে ভুক্তভোগী ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। আর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গহানি হলে ভুক্তভোগী ব্যক্তি পাবেন তিন লাখ টাকা। আহত কারো চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকলে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে তিন লাখ টাকা। তবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে পাবেন এক লাখ টাকা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা রিসার্চ ইউনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. হাদিউজ্জামান ডয়চে ভেলেকে বলেন, উদ্যোগটি ভালো, কিন্তু সাধারণ মানুষের পাওয়া নিয়ে সংশয় আছে। আবার এখানে তহবিলে ঘাটতি আছে। আমরা বলেছিলাম, আহত ব্যক্তিরা যে হাসপাতালে ভর্তি হবে, সেই হাসপাতাল থেকেও যেন ওই ব্যক্তির পক্ষে আবেদন করতে পারে, সেটাও এখানে থাকা উচিত। তা না হলে গ্রামের অনেক মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে,

অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে আবেদন নাও করতে পারেন। গ্রামের একজন মানুষের ঢাকায় এসে আবেদন করার যৌক্তিকতাও প্রশ্নবিদ্ধ। এই বিষয়গুলো ভাবা উচিত ছিল। আর একটা বিষয়, সড়ক দুর্ঘটনায় আমাদের কোনো ডাটাবেজ নেই। সঠিক ডাটাবেজ না থাকায় যারা তদন্ত করবেন তারাও সংকটে পড়তে পারে। ফলে এটি জরুরি। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত, নিহত ব্যক্তিদের সবাই যদি ক্ষতিপূরণ চায় তাহলে দেওয়ার সক্ষমতা আছে কিনা এমন প্রশ্নও উঠছে। দরিদ্র মানুষের পক্ষে আবেদন করে তার পেছনে লেগে থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা কঠিন হতে পারে। পাশাপাশি শত শত মানুষের আবেদন পর্যালোচনা করার মতো জনবল ও সক্ষমতা রয়েছে কিনা সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে।

দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের দাবি মীমাংসার জন্য রয়েছে ১২ সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ড। বিআরটিএর চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও পরিবহণ খাতের মালিক শ্রমিকেরা বোর্ডের সদস্য। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও রয়েছেন সদস্য হিসেবে। বোর্ডের জনবল নিয়োগের ক্ষমতা আছে। ৩৪ জনের জনবল কাঠামোর একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। তবে তা এখনো অনুমোদিত হয়নি। সড়ক আইন অনুসারে, আর্থিক সহায়তা পেতে নির্ধারিত ফর্মে দুর্ঘটনার সর্বোচ্চ ৩০ দিনের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করতে হবে। ফলে যেসব দুর্ঘটনার পর ৩০ দিন পেরিয়ে গেছে, সেগুলোতে আর আবেদনের সুযোগ নেই। আবেদন দাখিলের দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান অনুসন্ধান কমিটি গঠন করবেন। এই কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে প্রতিবেদন জমা দেবে। প্রতিবেদন দাখিলের ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ড আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে 'প্রাপকের হিসাবে প্রদেয়' চেকের মাধ্যমে টাকা দেবে। নিরাপদ সড়ক চাই'র প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন বলেন, উদ্যোগটি তো ভালো। আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিপূরণের কথা বলে আসছি। কিন্তু এই ট্রাস্টি বোর্ডে সরকারী কর্মকর্তা, পরিবহণ মালিক শ্রমিক ছাড়া আর কাউকে রাখা হয়নি। আমরা সেখানে থাকলে তো কথা বলতে পারতাম। কিন্তু আমাদের কাউকেই রাখা হয়নি। তবে আমি বলবো, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, সেই প্রবাদের মতো অন্তত একটা উদ্যোগ তো শুরু হোক।'' ২০১১ সালের ১৩ আগস্ট শিবালয় উপজেলায় নতুন চলচ্চিত্রের দৃশ্যায়নের নির্ধারিত স্থান দেখে মাইক্রোবাসে ঢাকায় ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ, এটিএন নিউজের প্রধান নির্বাহী মিশুক মুনীরসহ পাঁচজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। ঘিওরে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের জোকা এলাকায় তাদের মাইক্রোবাসটির সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা ডিলাক্স পরিবহণের একটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ওই দিন ঘিওর থানার তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই) লুৎফর রহমান বাদী হয়ে বাসচালক জামির হোসেনকে আসামি করে মামলা করেন। এর কিছুদিন পর তারেক মাসুদের স্ত্রী ক্যাথরিন মাসুদ ও মিশুক মুনীরের স্ত্রী মঞ্জুলী কাজী পৃথক দু'টি ক্ষতিপূরণের মামলা করেন।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুর্ঘটনার মামলার রায়ে বাস চালক জামিরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। একই বছরের ডিসেম্বরে ক্যাথরিন মাসুদের মামলায় তারেক মাসুদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪ কোটি ৬১ লাখ ৭৫ হাজার ৪৫২ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। পরে মালিকপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে সেই মামলা স্থগিত হয়। কিন্তু মঞ্জুলী কাজীর মামলা এখনও শুনানির পর্যায়ে রয়েছে। এক যুগ পেরিয়ে গেলেও রায় হয়নি। মঞ্জুলী কাজী বলেন, আমাদের স্বাক্ষীদের শুনানি কেবল শেষ হয়েছে। ওদের পক্ষের স্বাক্ষী এখন চলছে। কবে শেষ হবে আমি জানি না। নতুন আইন সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের জীবনের দাম কী এত কম? তাও তো ৫ লাখ পেলে হতো। কিন্তু আমাদের দেশে প্রশাসনের যে শাখাপ্রশাখা সেখানে একজনকে আবেদন করে টাকা পেতে হলে পুরোটাই খরচ করতে হবে। কেউ যদি পায়ও হয়ত ৫০ হাজার টাকা হাতে পেতে পারে। বাকি টাকা ওদের কমিশন হিসেবে দিয়ে দেওয়া লাগবে। ফলে সাধারণ মানুষ খুব বেশি উপকৃত হবে না। বিআরটিএর হিসাব বলছে, ২০২২ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৪ হাজার ৬৩৮ জন। আহত ৪ হাজার ৬৪৮ জন। এই হিসাবে বছরে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে লাগবে ২৩২ কোটি টাকা। আহত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দিলে ব্যয় হবে প্রায় ১৩৯ কোটি টাকা। এর সঙ্গে যোগ হবে ট্রাস্টের খরচ। সব মিলিয়ে বছরে ৪০০ কোটি টাকার বেশি লাগবে।

সম্পাদকীয়

নির্বাচনের পর নতুন জটিলতায় মালদ্বীপ

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভোট নিয়ে বহির্বিশ্বে বেশি কথার এ এক নতুন সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্য। মালদ্বীপের ভোট নিয়েও তুমুল আগ্রহ ছিল ওয়াশিংটন, বেইজিং, নয়াদিল্লি ছাড়িয়ে মস্কো পর্যন্ত। পাঠক এর মধ্যে সেই ভোটের ফল জেনে গেছেন। কিন্তু আলাপ তাতে থামেনি। অনেকের প্রশ্ন, এই ভোট কি তবে মালদ্বীপকে ভূরাজনীতির এক বৃত্ত থেকে আরেক বৃত্তে টেনে নিল? এ বছরের ২৮ জুলাই প্রথম আলো মালদ্বীপের নির্বাচনকে 'মহাসমর' বলে উল্লেখ করেছিল। এখন বলতে হচ্ছে ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া নির্বাচনের ভেতর দিয়ে ওই সমর থামছে না, আরেক দফা শুরু হলো কেবল। অনেকে জানেন, সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু বা পরাজিত প্রার্থী ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ মালদ্বীপের প্রধান রাজনীতিবিদ নন। নানান রাজনৈতিক দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে এই দুজন সামনে চলে এসেছেন। যেকোনো রক্তাক্ত যুদ্ধই নতুন তারকা তৈরি করে। মালদ্বীপে এই দুজনের মধ্যে ভোটের মীমাংসায় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনো শান্ত অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে না। দেশটির প্রধান দুই রাজনীতিবিদের একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ইয়ামিন এখন বন্দী। আর মোহাম্মদ নাশিদ নতুন দল

গড়ে নতুন করে রাজনীতির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইয়ামিনের লক্ষ্য এখন কারাগার থেকে বের হওয়া। নাশিদের লক্ষ্য প্রধান বিরোধী নেতা হয়ে ওঠা এবং ভবিষ্যতের যেকোনো পরিবর্তনে নিজের দাবি পেশ। ফলে ৩০ সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে মালদ্বীপে রাজনীতির নতুন এক কালপর্বের পর্দা উঠল শুধু। পাশাপাশি এও সত্য, ভূরাজনৈতিক বিবেচনায় মালদ্বীপে নতুন একটা 'মহাসমর' শুরু হচ্ছে। চীনপন্থী হয়ে আবদুল্লাহ ইয়ামিনকে যদি কারাগারে থাকতে হয় এবং ভারতের প্রতি পক্ষপাতের কারণে যদি সলিহ কম ভোট পান, তাহলে অধ্যায়টি এখানেই শেষ হচ্ছে না। মালদ্বীপে চীন ও ভারতের অনেক 'বিনিয়োগ' ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। তার চেয়েও বড় বিষয় বৈশ্বিক ঠান্ডা যুদ্ধের সময় সাগরের মাঝখানে থাকা মালদ্বীপকে দরকার চীন-ভারতের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেরও। দেশটির আয়তন যে ৩০০ বর্গকিলোমিটারও নয় এবং সেখানে যে মাত্র পাঁচ লাখ মানুষ আছে, সেটা এখন আর কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। অতীতে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার জন্য খনিজ বা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার শর্ত থাকত। সেসব এখন আর গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না। বরং ভৌগোলিক অবস্থান ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের জায়গায় চলে আসছে। মালদ্বীপ এই নতুন মানদণ্ডে পড়ে গেছে। নিজেদের দেশটি 'গুরুত্বপূর্ণ' হয়ে ওঠায় মালদ্বীপের মুসলমানদের তেমন হাত নেই। তেমন কর্তৃত্বও নেই। বার্তা সংস্থা এপি ১ অক্টোবর মালদ্বীপের নির্বাচনী ফলকে বলেছিল 'চীন-ভারতের গণভোট'। বিষয়টা এমন, যেন মালদ্বীপের ভোটাররা নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে নয়, ভোট দিচ্ছেন চীন বা ভারতকে। তবে দৃশ্যটা করুণ হলেও সত্য, নিজেরা না চাইলেও মালদ্বীপের রাজনীতিবিদেরা ভূরাজনৈতিক বীজগণিতের বাইরে থাকতে পারছেন না। বরং ভূরাজনীতি তাঁদের নিরাপত্তাহীন করে ফেলছে। চীনপন্থী হয়ে সেখানে জেলে যেতে হয়, আর ভারতপন্থী হয়ে ভোটারদের বিরাগে পড়তে হয়। আবার কোনো না কোনো 'পন্থী' না হয়ে নিরপেক্ষ হয়ে থাকাও মুশকিল। ফলে মালদ্বীপের 'যুদ্ধ'টা এক ভোটে শেষ হবার নয়। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ায় এ রকম 'মালদ্বীপ' একটাও নয়। মালদ্বীপের ভেতরেও রয়েছে দুটি মালদ্বীপ। একটা মালদ্বীপ পর্যটকদের জন্য সাজানো-গোছানো, সেখানে আছে বহু মনোহর 'রিসোর্ট দ্বীপ'। সেসব দ্বীপে 'ভিসা ফ্রি' বিদেশিদের জন্য আছে কমবেশি প্রায় ৮ হাজার 'গেস্টহাউস'। আছে আন্তর্জাতিক মানের সব 'সুবিধা'। সেসব সুবিধা দেখলে বোঝা যায়, মালদ্বীপকে কেন 'প্যারাডাইস' বলা হয়। আর এর আশপাশে আছে আরেক মালদ্বীপ, যার দ্বীপগুলো জাঁকজমকহীন। পর্যটকদের কাছে সেগুলো 'লোকাল আইল্যান্ড'। মালে থেকে যে দ্বীপ যত দূরে, সেখানকার বাদামি মানুষগুলোর দারিদ্র্য ও কর্মহীনতার নজিরও তত বেশি। রাজধানী থেকে ৫৪০ মাইল দূরেও দ্বীপ আছে মালদ্বীপে। সেখানকার অধিবাসীদের কাছে প্রতিটা দিনই যুদ্ধময়। তাদের জন্য আছে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনও। নির্বাচন তাদের জন্য এক দিনের উৎসব। সেই 'উৎসব'কে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম 'ভারত-চীন' গণভোট আকারে দেখছে। সেই দেখাও পুরো অসত্য নয়।

মুসলিম নারীদের পোশাকেই কেন সরকারি নিয়ন্ত্রণ

৮ সেপ্টেম্বর, ফ্রান্সের শীর্ষ প্রশাসনিক আদালত সরকারি স্কুলে আবায়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দিয়েছে। শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় 'আবায়া' প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে সরকার গত আগস্টে 'আবায়া' নিষিদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিল।

পরবর্তী সোমবার, প্রায় ৩শ ছাত্রী স্কুলে আবায়া পরে আসে।

হেভ জামাল
প্রাবন্ধিক

তাদের মধ্যে 'আবায়া' বদলাতে রাজি না হওয়ায় ৬৭ জনকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার ধুয়া তুলে ফরাসি সরকার এমন বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিশানা করা হয়েছে মুসলিম সংখ্যালঘুদের। মুসলিম নারীরা কি ধরনের পোশাক পরবেন তা কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষ আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে।

২০০৪ সালে সরকারি স্কুলগুলোয় প্রথমে হিজাব নিষিদ্ধ হয়। ২০১০ সালে নিষিদ্ধ হয় মুখ ঢাকা হিজাব। ২০১৬ সালে বেশ কিছু পৌরসভা সারা দেহ ঢাকা সাঁতারের পোশাক নিষিদ্ধ করে।

তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী পাপ নডিয়াই নভেম্বর ২০২২ এ লাইসিতি পরিকল্পনা নিয়ে আসেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সরকারি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের এমন কোনো পোশাক পরা থেকে বিরত রাখা যা তার ধর্মীয় পরিচয়ের সাক্ষর বহন করে। এমনকি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্কুলগুলোয় নজরদারিতে জোর দেওয়া হয়।

সে সময় কোনো ছাত্রী লম্বা স্কার্ট বা ফুলহাতা জামা পরে এসেছে কি না খুঁজে বের করতে স্কুল কর্মীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। কেউ অমন পোশাক থেকে সরে না আসলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। এমনকি তাদের স্কুলে ঢোকাও নিষিদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন সময়। তাদের বলা হয়েছে, তাদের আচরণ রাষ্ট্রের যে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র তার জন্য ক্ষতিকর।

মুসলিম নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর নজরদারি এবং রীতিমতো পোশাক খুলে নেওয়াকে যুক্তিযুক্ত বলা হচ্ছে। কারণ এমন একটা প্রচার আছে যে মুসলিম পুরুষেরা জোর করে ইসলামিক পোশাক পরাচ্ছে। ফরাসি সরকারের এসব নীতির পেছনে একটা ধারণা কাজ করে। তারা মনে করে মুসলিম নারী ও কন্যা শিশুরা অসহায়। তাদের মুক্তি প্রয়োজন। কিন্তু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কর্তৃপক্ষ যা করছে তা যে আসলে জবরদস্তি। এটা আবার তারা বুঝতেও চাইছে না।

ধর্মনিরেপক্ষতা নিশ্চিত করতে ফ্রান্স প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্তি এর মূল কথা। কিন্তু পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে এটা এখন একটা নোংরা ধরনের গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে চার্চ কে আলাদা করার উদ্দেশ্য ছিল চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং ধর্মের নামে জবরদস্তি প্রতিহত করা। ফ্রান্সে সরকার যা করছে তার সঙ্গে যে

ভাবনা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্ভব তার কোনো মিল নেই।

বরং ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে করে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীটি সমাজে আরও প্রান্তিক হয়ে উঠছে, যাদের কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। ফ্রান্সে মুসলিম সম্প্রদায়ের মতো করে আর কোনো সম্প্রদায়কে নিশানা করা হচ্ছে না।

ফরাসি সরকার নিয়মিত 'ইসলামিস্ট সেপারাটিজম' (ইসলামি বিচ্ছিন্নতাবাদ) বলে একটি শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। এর অর্থ হলো, মুসলিমরা ফরাসি জাতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং তারা ফ্রান্সকে আপন ভাবে না। ২০২১ সালে সরকার এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রতিহত করতে আইন করে। এতে করে ধর্মীয় প্রতীক নিষিদ্ধ করা, উপাসনার জায়গা মন চাইলেই বন্ধ করে দেওয়াসহ মুসলিম সংগঠনগুলোর পেছনে লেগে থাকার আইনগত বৈধতা দেওয়া হয়।

ফরাসি কর্তৃপক্ষ পুরো সম্প্রদায়ের ওপর খড়্গহস্ত, তবে তাদের আক্রমণের মূল শিকার হচ্ছে মূলত নারী ও কন্যা শিশুরা।

স্কার্ট বা অন্য কোনো পোশাকের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা দিয়ে কিছুই যায় আসে না। যায় আসে যখন কোনো মুসলিম নারী তা গায়ে চড়ান। সঙ্গে সঙ্গে তা ফ্রান্সের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও আদর্শের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। যদি আগামীকাল কোনো মুসলিম নারী একটা বিশেষ ধরনের কাপড়, একটা টিশার্ট, কিংবা নতুন ধরনের এক জোড়া জুতো পরেন, ওটাও নিষিদ্ধ করার ছল খুঁজবে সরকার।

মুসলিম নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর নজরদারি এবং রীতিমতো পোশাক খুলে নেওয়াকে যুক্তিযুক্ত বলা হচ্ছে। কারণ এমন একটা প্রচার আছে যে মুসলিম পুরুষেরা জোর করে ইসলামিক পোশাক পরাচ্ছে। ফরাসি সরকারের এসব নীতির পেছনে একটা ধারণা কাজ করে। তারা মনে করে মুসলিম নারী ও কন্যা শিশুরা অসহায়। তাদের মুক্তি প্রয়োজন। কিন্তু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কর্তৃপক্ষ যা করছে তা যে আসলে জবরদস্তি। এটা আবার তারা বুঝতেও চাইছে না।

মুসলিম নারীদের পোশাকের পছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করার এই চল কিন্তু আজকের নয়। ১৯৫৯ সালে এ ডাইং কলোনিয়ালিজম বইয়ে উপনিবেশবিরোধী চিন্তক ফ্রানজ ফ্যানন বলেছিলেন আলজেরিয়া ফরাসিদের ঔপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখতে নারীদের নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি ছিল। ঘোমটা খুলতে বাধ্য করে তারা আসলে আলজেরিয়ার মানুষের যে মৌলিক সত্তা তাতে আঘাত হানতে চেয়েছিল।

নিজের শরীরের ওপর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার একেবারে ছোট্টবেলায় কেড়ে নিয়ে ফরাসি সরকার একটা বার্তা দিতে চায়। তারা বোঝাতে চায় যে এভাবে তারা শুধু বিরুদ্ধমতকে দমন করতে পারে তাই নয়, ইচ্ছে হলেই তাদের স্বাধীনতা দিতে বা কেড়ে নিতে পারে।

বেছে বেছে মুসলিম স্কুলছাত্রদের নিশানা করে আসলে ফ্রান্সের যে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ তাতে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। বরং, এতে করে ছাত্রছাত্রীদের মনে ভীতির সঞ্চার হবে। তারা সমাজের অন্যান্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাই ফরাসি কর্তৃপক্ষ যেভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ ঠেকাতে চাইছে, তাতে হিতে বিপরীত কিছু ঘটার আশঙ্কা আছে।

কলেক্তিফ কনথা এল ইসলামোফোব এন ইউরোপ (সিসিআইই) একটি অলাভজনক দাতব্য সংস্থা। তারা ইউরোপে মুসলিমদের প্রতি বৈষম্য, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করে থাকে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

সংস্থাটি একজন ফরাসি স্কুলছাত্রীর অভিজ্ঞতার কথা জানায়। তার স্কার্টের ঝুল বেশি মনে হয়েছিল শিক্ষকের। সে কারণে মেয়েটি হয়রানির শিকার হয়। শিক্ষক তাকে স্কার্ট খুলতে বাধ্য করেন, এবং সারা দিন তাকে শুধু লেগিনস পরে থাকতে হয়। স্কুলের কর্মীরা বলতে থাকে পোশাকের পছন্দের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক আছে, যার সঙ্গে ফরাসি শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটিকে জবাই করে হত্যার যোগ আছে। মেয়েটি এই কথায় গভীরভাবে মর্মাহত হয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ফরাসি সরকারের এসব নীতি ও বক্তৃতা দেশটিতে ইসলামভীতি ছড়াচ্ছে। সিসিআইই ২০২২ সালে মুসলিম বিরোধী ৫০১ টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে। এর আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ৩৮৪। অর্থাৎ এ ধরনের ঘটনার হার এক বছরের মধ্যে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। ২০০৪ সালে হিজাব নিষিদ্ধের পর শিক্ষা খাতে ইসলামভীতি সংক্রান্ত ঘটনার সংখ্যা ৫৯ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। যার প্রধান শিকার ছিল স্কুলের ওপরের ক্লাসে পড়া মেয়েরা। মুসলিম নারী ও কন্যা শিশুরা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়। কিন্তু তারা মুক্তিকামী। তারা ভয়ভীতি ও জবরদস্তিমুক্ত ফ্রান্সে টিকে থাকতে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

সাময়িকী

সুয়েলা ব্রেভারম্যানের এক অশ্লীল মন্তব্য, অপমান সব অভিবাসীর

এই সরকারের যে মান, সে অনুযায়ী গত সপ্তাহটা ছিল নিরুত্তাপ। আর চলতি সপ্তাহে টোরিদের সম্মেলনে চমকপ্রদ কোনো কিছু ঘটবে-এমন আশা নেই। এখন কনজারভেটিভদের নীতি-পরামর্শ ও বক্তৃতা-সবই আগামী নির্বাচনে জয়ের মরিয়া চেষ্টার প্রতিফলন। সম্প্রতি অভিবাসনের কারণে বহুসংস্কৃতিবাদের চর্চা নিষ্ফল হয়েছে বলে সুয়েলা ব্রেভারম্যান

নেসরিন মালিক
কলামিস্ট

(যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) মন্তব্য করেছেন। তাঁর এ মন্তব্য একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে উচ্চারিত বা এনক পাওয়েলের মতো ভাষা ব্যবহার এমনটা বলাও আর যথেষ্ট নয়। এমনকি কয়েক দশক আগেও কেউ এমন কিছু বলতে পারতেন, তা ছিল অচিন্তনীয়।

ওয়াশিংটনের কিছু ঘাড়গোঁজা বুদ্ধিজীবীর উদ্দেশে সুয়েলা ব্রেভারম্যান এ বক্তব্য দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য, শক্তিধর ও বিত্তশালী ডানপন্থী সংগঠনগুলোর কাছে টোরিদের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে নিজেকে জাহির করা। 'প্রতিকূল পরিবেশ', 'ফিরে যাও' ভ্যান, 'অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ' মগ, 'ছোট নৌকা' সপ্তাহ এবং দুই দলের পক্ষ থেকে এমন অগুনতি শব্দ আমরা শুনেছি। সুয়েলা ব্রেভারম্যান এবার আরেক ধাপ এগিয়ে গেছেন। অভিবাসন মানে লাখ লাখ মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়ার বেদনা। নতুন দেশে কখনো তাঁদের স্বাগত জানিয়েছে কেউ, আবার কখনো প্রত্যাখ্যান করেছে। কেউ ভালোবেসেছে, কেউ হৃদয় ভেঙেছে। সন্তানদের জন্ম দিয়েছেন অনেকে। থিতু হয়েছেন, সমৃদ্ধির দেখা পেয়েছেন, সন্ধি করেছেন অনেক বৈপরীত্যের সঙ্গে। তাঁদের প্রত্যেকে সুয়েলা ব্রেভারম্যানের এক অশ্লীল মন্তব্যে সম্মান খুইয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন।

সুয়েলা ব্রেভারম্যান ভবিষ্যতে টোরিদের কান্ডারি হোন বা না হোন, তাঁর এই চরম মনোভাবই দলটি ধারণ করে। তবে ব্রেভারম্যানের ওপর এমন কট্টর অবস্থান নেওয়ার কোনো চাপ নেই। কারণ, রাজনীতির শীর্ষ স্তরে প্রগতিশীল রাজনীতিকদের মধ্যেও অভিবাসীদের সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা কমই আছে। তাঁদের জীবনযাপন যেমন ধারারই হোক, তাঁদের আসলে নিচু করা, হয়রানি বা হতোদ্যম করার কোনো অধিকার কোনো নেতারই নেই। অভিবাসীরা যে শুধু সংখ্যা নয় বরং মানুষ, সে যুক্তি তুলে ধরবেন তাঁরা, তাঁদের সন্তান বা নাতি-নাতনিরা।

এই বক্তব্য গায়ে লাগার মতোই, তবে তা যেন আপনার স্পৃহাকে নষ্ট করে না দেয়। এ বক্তব্য সব পক্ষকে উদ্দেশ্য করে, কেবল বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশান্তরী হয়েছেন-এমন মানুষদের উদ্দেশ্যে নয় (অবৈধ, অভিবাসনপ্রত্যাশী অথবা শুধু নৌকা করে আসা)। এই মানুষগুলো বরাবর সরকারের তীব্র বক্তব্য ও নীতির শিকার হয়ে আসছেন। প্রশ্ন হলো, ব্রেভারম্যানের কাছে ঠিক কোন ধরনের আত্তীকরণ প্রত্যাশিত ছিল? যুক্তরাজ্যের নাগরিক হতে আমাদের আসলে কী কী বিষয় ছেঁটে ফেলা দরকার ছিল? ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, খাবার, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য? মসজিদ, সিনাগগ বা মন্দিরে যাওয়া ঠিক আছে তো? সহকর্মীদের সঙ্গে পানশালায় না গেলে বা পবিত্র রমজানে রোজা রাখলে, হিজাব পরলে বা কোঁকড়া চুলে বেণি করলে সমস্যা নেই তো? এসব প্রশ্নের কোনো সোজাসাপটা জবাব নেই, শুধু পৌনঃপুনিকভাবে সুয়েলা ব্রেভারম্যান বলে চলেছেন 'ব্রিটিশ মূল্যবোধের কথা', মূল্যবোধটা কী, তার আবার কোনো ব্যাখ্যা নেই। অভিবাসনের আলোচনায় পবিত্র যে বিষয় বারবার উহ্য থেকে যায়, তা হলো একটা নতুন অপরিচিত স্থানকে 'নিজের বাড়ি' করে নিতে অভিবাসীদের ঠিক কিসের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এই অভিজ্ঞতা সাধু-সন্ন্যাসীদের অভিজ্ঞতার মতো নয়। নতুন দেশের প্রতি বিশ্বাস থাকতে হয়, অনেক কিছুতে ছাড় দিতে হয়, ছাড়তেও হয়। প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীরা যদি এ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না-ও গিয়ে থাকেন, তাঁদের সন্তান, তাঁদের নাতি-নাতনিরা একটা জটিল পরিচিতির মধ্য দিয়ে বড় হন। এই পরিচিতিকে শুধু 'ব্রিটিশ' বা 'অব্রিটিশ'-এই ছাঁচে ফেলা যায় না।

জানা অজানা

নদীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কেন জরুরি

শিশির মোড়ল

কমিশন সূত্র বলছে, ওই সময়ের মধ্যে মাত্র ১০ জন তাঁদের মতামত বা বক্তব্য কমিশনকে জানিয়েছিলেন। তারপরও কমিশন ৬৪ জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে মতামত, বক্তব্য ও তথ্য জানতে চিঠি দিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক তুহিন ওয়াদুদ নির্ধারিত সময়ের পর রংপুর অঞ্চলের নদ-নদী নিয়ে কমিশনকে একটি তালিকা দিয়েছিলেন। এতে তিনি বলেছিলেন, কমিশনের তালিকা থেকে ১০৫টি নদীর নাম বাদ পড়েছে। কমিশন এসব বক্তব্য আমলে নিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ব নদী দিবসে একটি তালিকা প্রকাশ করে। তাতে বলা হচ্ছে, দেশে নদ-নদীর সংখ্যা ১ হাজার ৮টি। তবে তারা বলেছে, এটিও চূড়ান্ত তালিকা নয়। যৌক্তিক তথ্য-উপাত্ত পেলে এই সংখ্যায়ও পরিবর্তন আসতে পারে। 'আমরা কর্মশালায় নদীর সংজ্ঞার যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করেছি, সংজ্ঞাটি পরীক্ষা করেছি। দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকটি নদী সংজ্ঞায় পড়ে কি না, তা মাঠ পর্যায়ে যাচাই করে দেখেছি।' জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন খসড়া তালিকা প্রকাশের পর এই প্রতিবেদকের সঙ্গে নদী ও জল বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আইনুন নিশাতের কথা হয়। তিনি বলছিলেন, নদীর সংখ্যা কত, তা বলতে গেলে আগে ঠিক করতে হবে নদী কাকে বলে। নদীর সংজ্ঞা স্থির করা না হলে নদীর সংখ্যাও ঠিক করা যাবে না। কমিশন বলছে, নদীর সংজ্ঞা ঠিক করতে ২০২২ সালে তারা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, একাধিক কর্মশালা করেছিলেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ছাড়াও এসব কর্মশালায় নদী বিশেষজ্ঞ, পানি বিশেষজ্ঞ, আইন বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কর্মশালা থেকে একটি সংজ্ঞা ঠিক করা হয়েছে। এই সংজ্ঞার বাইরে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কোনো জলাধার বা জলধারাকে নদী বলে গণ্য করবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাসের বড় জায়গাজুড়ে আছে নদী। তাঁর 'নদী' কবিতা মূলত নদীর জন্ম, জীবন ও শেষ পরিণতির একটি দীর্ঘ বর্ণনা। পাহাড়ে সাদা বরফ আর রাশি রাশি মেঘের রাজ্যে নদীর জন্ম হয়। বরফ গলে জল হয়ে নদী ওপর থেকে নুড়ি-পাথর সঙ্গে নিয়ে নিচে নামে।

শিক্ষার্থী পরিচয় নিয়ে মা হওয়া যাবে না তাহলে?

দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে। সমাজের অস্পৃশ্য, নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের গৃহবধূ প্রসববেদনায় কাতরাচ্ছেন। সে মুহূর্তে বাড়ির আঙিনায় বসে আলু পুড়িয়ে খাচ্ছেন তাঁর স্বামী ও শ্বশুর। বাবা-ছেলে দুজনেই পেশাগতভাবে চর্মকার। এক ঘণ্টা কাজ করলে এক ঘণ্টা চুরুট টানেন। আয়রোজগার নেই। তা নিয়ে অবশ্য তাঁদের খুব একটা ভাবনাও নেই। ঋণে জর্জরিত তিন প্রাণীর সংসার। ঘরের মেঝেতে গোটা তিনেক বাসন আর ছেঁড়া কাপড়ে দিব্যি চলে যায় তাঁদের।

আলু খাওয়া হলে দুজন গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়েন ঘরের দাওয়াতেই। ঘরের ভেতর থেকে আসা গৃহবধূর করুণ আর্তনাদ উপেক্ষা করেই ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে উঠে দেখা যায়, অনাগত সন্তান মাতৃগর্ভেই চিরবিদায় নিয়েছে। আর তার গর্ভধারিণীর ফ্যাকাশে মুখের ওপর ব্যস্ত হয়ে উড়তে থাকা মাছির দল দেখে স্বামী বুঝে নেন, বিদায় নিয়েছে তাঁর স্ত্রীও।

মা ও সন্তান মারা গেলে এলাকার সহৃদয়বান ব্যক্তিদের কাছে হাত পেতে বাবা-ছেলে কাফনের টাকা জোগাড় করেন। অবশ্য সে টাকা নিয়ে তাঁরা চলে যান পানশালায়, মদ খেতে। যতক্ষণ হুঁশ থাকে, বাবা বলতে থাকেন, 'বেচারি বেঁচে থাকতে একটুকরা ছেঁড়া কাপড় পেল না, আর এখন মরার পর তাকে একখানা নতুন কাফন কিনে দিতে হবে।'

হিন্দি ও উর্দু ভাষার জীবনবাদী সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচান্দ (প্রকৃত নাম ধনপত রায়)-এর 'কাফন' (১৯৩৬) নামে গল্পের পাতা থেকে নেওয়া ওপরের ঘটনাটি হৃদয়বিদারক। তবে এর হালনাগাদ সংস্করণ যেন কিঞ্চিৎ পরিমার্জিতরূপে ২০২৩ সালেও দৃশ্যমান।

সেদিন 'কাফন'-এর গৃহবধূ ও তাঁর অনাগত সন্তান তাদের জীবন ত্যাগ করেছিল শিক্ষাহীন, বিবেকহীন নিম্নবর্ণের দুজন চুরুটখোর চর্মকার পুরুষের পরিবারে প্রসবকালে প্রয়োজনীয় সেবার অভাবে। আজ দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তান ধারণকারী নারী শিক্ষার্থীকে আসন পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের 'প্রাধ্যক্ষ ম্যাডাম' (যিনি একজন নারী ও শিক্ষিত মানুষ) অযোগ্য বিবেচনা করেন সন্তান ধারণের 'অপরাধে'।

কারণ, প্রথমত মোটেও বেআইনি কিছু তিনি করেননি, প্রশাসনের অংশ হিসেবে আইনের প্রয়োগ করেছেন মাত্র। প্রতিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছে-আবাসন লাভ ও বসবাসের শর্তাবলি এবং আচরণ ও শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিধিমালা ২০২১-এর ১৭ নম্বর ধারা মোতাবেক বিবাহিত ও গর্ভবতী ছাত্রীরা আবাসিক সিট (আসন) পাবেন না। এই রকম উদ্ভট ও অধিকারবিরোধী আইন যিনি যাঁরা প্রণয়ন করেছেন, তাঁর তাঁদের চিন্তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ, এ ধরনের চিন্তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব পৃথিবীতে সেই চুরুটখোর চর্মকার বাবা-ছেলের চিন্তার সঙ্গে বেশ মিলে যায়, যা সমাজে দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে।

দ্বিতীয়ত, অতীতে ওই আবাসনে গভীর রাতে একজন হবু মা-শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে বিধায় অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রাধ্যক্ষ ম্যাডাম সন্তানধারণকারী ছাত্রীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নাকচ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা যতই সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হোক না কেন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আবাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সেবার সূচনা করার কথা তাঁর মাথায় আসেনি।

এ-জাতীয় অন্যায় আচরণের যৌক্তিকতা বুঝতে হলে খানিকটা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে। কোনো ধারণা, প্রথা, রীতি তথা সমাজব্যবস্থা শিক্ষিত মানুষকে প্রভাবিত করলে, একজন বিবাহিত নারীর প্রজননের আধিকারকে অপরাধ হিসেবে সমাজ দেখে-তার ব্যাখ্যা জানা দরকার বৈকি।

১৬৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৪৭ সালে আবেদন করা নারী শিক্ষার্থীদের মেডিকেল স্কুলে 'শিক্ষার্থী' হিসেবে ঢুকতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ এক শ বছর। ১০৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা শিক্ষার্থী হিসেবে ক্লাস করার অনুমতি পেয়েছিল মাত্র এক শ বছর আগে, অর্থাৎ ১৯২০ সালে। আর ১৮৬৯ সালে প্রথমবারের মতো নারী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি তথা ডিগ্রি প্রদান করেছিল পরের শতাব্দীতে, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে। পুরুষতান্ত্রিকতার দাপটে সৃষ্ট ঐতিহাসিকভাবে নারীকে পেছনে রাখার তালিকাটি দীর্ঘ না করে, বরং সমাজবিজ্ঞানের পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যার প্রতি আলোকপাত করা যাক সংক্ষেপে।

শিক্ষা অব্যাহত রাখা এবং সন্তান ধারণ, জন্মদান ও প্রতিপালন-এসবই যিনি একসঙ্গে করতে সক্ষম, তাঁকে অভিনন্দন জানানোর সংস্কৃতি শুরু হওয়া উচিত। শিক্ষাগ্রহণের পথে মাতৃত্ব কোনো বাধা নয়-এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে তখন, যখন একটি মেয়ের যোগ্যতাকে খাটো করে দেখার ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও অবিদ্যা দূর হবে। নারীর দক্ষতা, যোগ্যতা, ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তাকে খাটো করে দেখার প্রবণতা ট্যালকট পার্সন, অগাস্ট কোতে, এমিল ডার্খেইমের মতো সমাজবিজ্ঞানীদের ছিল। তাঁদের সময়ে নারীকে মোটামুটি দ্বিতীয় শ্রেণির বা সেকেন্ড ক্লাস মানুষ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হতো। তাঁদের মত ছিল, পুরুষ যা করতে পারে, অর্থাৎ গাণিতিক বা বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের যেসব কাজ, তার ধারেকাছেও নারী অবদান রাখতে পারেন না। কারণ, তাঁরা মূলত গৃহকর্ম সম্পাদনের জন্যই বুদ্ধি রাখেন।

পাঠকের চিঠি

তাহলে কি বাংলা ভাষার পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেয়ালে

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, যে ভাষার জন্য আন্দোলন করে মাতৃভাষা ফিরে পেয়েছি। আমরা জানি, পরিবর্তনই ভাষার ধর্ম। ভাষার পরিবর্তনে অনেক শব্দ আসে, প্রয়োগ আসে, বাগধারা আসে। সেসব গ্রহণ এবং কিছু কিছু পুরোনো শব্দ বর্জন করা হয়ে থাকে। কিন্তু আজ বাংলা ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাটাকে বিকৃতি করে ফেলেছি আমরা। আমাদের দেশে তরুণ প্রজন্মের আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও রাস্তাঘাটে কথোপকথনের সময় বাংলা ভাষার পরিবর্তে 'হাই ব্রো' বলে নিজেকে 'স্মার্ট' হিসেবে প্রমাণ করছি। শুধু তাই নয়, আমরা এটা দেখে শিখছি এবং এর সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছি। আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রায়ই ইংরেজি শব্দ টেনে নিয়ে আসি অথচ সাবলীলভাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সেকেলে বোধ করি। এখন বুঝতে হবে, আমাদের এই 'স্মার্টনেস' কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সময় পোস্ট করা সেই ব্যক্তি চ্যাটবক্সে 'বাংলিশ' কিংবা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে। প্রথমে আমরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলছি, যেটা এখনো ঠিক করে শেখা হয়নি, তবু বাংলা ভাষার মধ্যে ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলছি। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার মর্যাদা লঙ্ঘন করে 'বাংলিশে' লিখছি। তৃতীয়ত, শর্টকাট ব্যবহার করে আলাপচারিতা করছি। তাহলে আমাদের ভাষার সংস্করণ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? শুদ্ধ ভাষায় অথবা নিজের আঞ্চলিক ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করার যে মাধুর্য আছে, এর ভেতরে কিছু বিদেশি শব্দ বলে তা বোঝানো যাবে না। আপনি কখনো বিতর্ক অনুষ্ঠান শুনলে বুঝতে পারবেন বাংলা ভাষা কতটা শ্রুতিমধুর। কিন্তু তারপরও কেন আমরা বাংলা ভাষাকে এভাবে হারিয়ে যেতে দিচ্ছি আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে। আমরা আমাদের বাংলা ভাষা না পৌঁছে দিয়ে বিদেশি ভাষাকে কেন গুরুত্ব দিচ্ছি? হয়তোবা কোনো এক সময়ে দেখা যাবে, বাংলা বিলুপ্তপ্রায় এক ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনকার সমাজে এসে ছোটবেলা থেকেই ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী করার জন্য সেই বাচ্চার পেছনে ছুটে চলেছেন বাবা-মায়েরা, আবার অনেক শিক্ষার্থী ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। সাবলীলভাবে বাংলা বলতে শিখুন, বাংলাকে ভালোবাসুন।

সৌরভ হালদার, মুরি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এক রাতের নিরবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিতে গুয়াহাটি মহানগর মহাসাগরে পরিণত

কৃত্রিম বন্যার জন্য দায়ী নর্দমা আবদ্ধ করে ঘর নির্মাণ, নালায় আবর্জনা ফেলা বলে মন্তব্য মন্ত্রী অশোক সিংহলের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক বিপরীতমুখী ছবি। যে সড়কে ছোট, বড়, মাঝারি বাহন, অটো, রিকশা, বাইক চলাচল করে সেই সড়কে চলছে এসডিআরএফ এর বোট। গুয়াহাটির বিভিন্ন এলাকায় কৃত্রিম বন্যার ফলে চতুর্দিকে হাহাকার ময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এক রাতের অবিরত বৃষ্টির ফলে মহানগর যেন এক মহাসাগরে পরিণত হতে দেখা গেছে। তবে এই কৃত্রিম বন্যার জন্য একাংশ ব্যক্তির কুস্বভাব দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন নগর উন্নয়ন পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল। তিনি বলেন মহানগরের সৃষ্টি হওয়া এই কৃত্রিম বন্যার জন্য দায়ী নর্দমা আবদ্ধ তথা বেদখল করে বাড়ির নির্মাণ করা এবং নালায় ব্যাপকভাবে আবর্জনা ফেলার স্বভাব। নিম্নচাপের সতর্কতা অবশেষে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরে ৫ এবং ৬ অক্টোবর ব্যাপক বৃষ্টিপাত হবে বলে আগাম সর্তকতা জারি করা হয়েছিল। এই সতর্কতা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সারারাত তথা শুক্রবার ভোর রাতে মহানগরে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে সম্পূর্ণ গুয়াহাটিতে এক জলাশয় সদৃশ্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে রাজগড়, অনিল নগর, নবীনগর ইত্যাদি এলাকায় বুক পর্যন্ত জল জমে যাওয়ার ফলে স্থানীয় সাধারণ মানুষ নিজেদের বাড়িঘর ফেলে হোটেলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। বহু শিক্ষার্থীকে নিজেদের হোস্টেল ছেড়ে মহানগরের অন্য স্থানে চলে যেতে দেখা গেছে। এমনকি এই শিক্ষার্থীদের এসডিআরএফ এর বোট এসে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। ছোট এবং মাঝারি প্রতিটি বাহন জলে সম্পূর্ণ অথবা প্রায় ডুবে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

মহানগরের জিএস রোড সহ রুক্মিণীগাও সরাবভাটি, লালগণেশ, ওদালবাকরা, কুমারপাড়া, ফাটাশীল, আমবাড়ি, চানমারি, জু রোড ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে বৃষ্টির জল জমে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি করেছে। বর্তমান মহানগরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা অব্যাহত থাকার ফলে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আসার জন্য স্কুল বাসের আসাযাওয়া করার ক্ষেত্রেও ব্যাপক বাধার সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে সরকারি এবং বেসরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সহ বিভিন্ন কাজে বাড়ি থেকে বেরোনো ব্যক্তিরা কৃত্রিম বন্যার কবলে পড়েছেন। সারা মহানগর জুড়ে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কারো কারো বাড়ির বিছানার উপরে পর্যন্ত জল পৌঁছে গেছে। ভুক্তভোগী একাংশ ব্যক্তিদের মতামত অনুযায়ী এবারেই সর্বাধিক বন্যার কবলে পড়েছেন তারা। এর আগে এতো ভয়ংকর কৃত্রিম বন্যা দেখা যায়নি বলে জলে আবদ্ধ ব্যক্তিরা মন্তব্য করেছেন।

নগর উন্নয়ন পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল শুক্রবার সকাল থেকেই গুয়াহাটি মহানগরের বিভিন্ন কৃত্রিম বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। বিশেষ করে নবীনগর, জুরোড, সরাব ভাটি, রুক্মিণী গাঁও, ভরলুমুখ সুইচগেট, দিপর বিল ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকায় উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন তিনি। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন আগামী পূজার পর থেকেই মহানগরের বিভিন্ন নালানর্দমা ফের একবার পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করা হবে। মূলত নালা য়েক আবর্জনা জমে যাওয়ার ফলে এই কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া মহানগর থেকে বন্যার জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভরলু নদীর নিজস্ব একটি ধারণক্ষমতা রয়েছে। এর উপরে ভরলু নদী মহানগরের বন্যার জল নিয়ে যেতে অক্ষম। তাছাড়া কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একাংশ ব্যক্তির কুস্বভাবের কথা স্যার একবার উল্লেখ করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন জল যাওয়া এলাকা দখল করে বাড়ি নির্মাণ করা তথা নালা নর্দমায় ব্যাপকভাবে আবর্জনা ফেলার ফলে অহরহভাবে মহানগরে কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সচেতন এবং সজাগ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নগর উন্নয়ন পরিক্রমা মন্ত্রী অশোক সিংহল।

এদিকে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনের তরফে কৃত্রিম বন্যায় আবদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য হেল্প লাইন নাম্বার জারি করেছে। কৃত্রিম বন্যার ফলে বিভিন্ন এলাকায় সারাদিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে সাধারণ জনতা নাজেহাল হয়ে পড়েন। বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ২৪ ঘঃটা ধরে বিদ্যুৎ কর্তন করা হয়েছে। এর ফলে বন্যায় কবলিত ভুক্তভোগীরা অত্যাধিক সমস্যা সম্মুখীন হয়েছেন। তাছাড়া মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় কৃত্রিম বন্যার ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সারাদিন ধরে মহানগরের ব্যস্ততম বহু এলাকায় যানজটের ফলে হাজার হাজার গাড়ি আবদ্ধ হয়ে ছিল। রাজ্য সরকার গুয়াহাটি মহানগরকে কৃত্রিম বন্যা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ঘোষণা করলেও আজও সেটার বাস্তব রূপ পায়নি বলে বিরোধী পক্ষের একাংশ রাজনৈতিক দল তীব্র সমালোচনা করেছে।

আগামী ১ নভেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে খেল মহারণ, ম্যাসকট জার্সি এবং থিম সংগীতের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যের ২৫ হাজার গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা, ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার যুবক যুবতীর আবেদন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে থাকা দক্ষতা এবং প্রতিভা সম্পন্ন খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করে আনতে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এক অনন্য প্রয়াস। এরই অংশ হিসেবে আগামী ১ নভেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে খেল মহারণ। রাজ্যের ২৫ হাজার গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। প্রস্তাবিত এই খেল মহারণে অংশ নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার যুবক যুবতী অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করেছেন। খেল মহারণে মূলত ফুটবল, কাবাডি, ভলিবল, খোকো এবং অ্যাথলেটিক্স খেলা সন্ধিবিষ্ট করা হয়েছে। রাজ্য পর্যায়ে সর্ববৃহৎ এই খেলা মহোৎসবের জন্য ম্যাসকট জার্সি এবং থিম সংগীতের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত খেল মহাকরণে প্রতি লক্ষ্য রেখে রাজ্যের ৩৫টি জেলার জন্য পৃথক পৃথক জার্সি প্রস্তুত করা হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে নিজের সভাকক্ষে আযোজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রস্তাবিত খেল মহারণের ম্যাসকট লোগো জার্সি ভিডিও এবং থিম সংগীতের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন খেল মহারণের ম্যাসকট অর্থাৎ শুভঙ্কর এর নাম দোদান বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মূলত দোদান রাভা জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ বলে গণ্য করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে ইতিহাসের পাতা থেকে দোদানকে নিয়ে এসে খেল মহারণের ম্যাসকট অর্থাৎ শুভঙ্কর কিংবা লোগো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে খেল মহারণে অংশগ্রহণ করার জন্য ১৯ লক্ষ ২৭ হাজার ২৭০ জন যুবকযুবতী আবেদন জানিয়েছেন। এটা এক নজিরবিন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রেজিস্ট্রেশন করার সময় এক একজন ব্যক্তি দুই তিনটি খেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য খেল মহারণে পাঁচটি ক্রীড়া শাখায় প্রায় ৫০ লক্ষ ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে। রাজ্যের ক্রীড়া সংস্থা, স্থানীয় যুব ক্লাব, প্রবীন এবং জ্যেষ্ঠ ক্রীড়াবিদদের জড়িত করে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আযোজন করা হবে। মূলত এই প্রতিযোগিতা চারটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভা, গুয়াহাটি পুর নিগমের ওয়ার্ড, বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজন এর গ্রাম পরিষদ উন্নয়ন সমিতি, কার্বি আংলং এবং ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদ থাকবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র এবং তৃতীয় পর্যায়ে জেলাভিত্তিক থাকবে। চতুর্থ পর্যায়ে থাকবে রাজ্যভিত্তিক। রাজ্য পর্যায়ের ছয়টি স্থান অর্থাৎ গুয়াহাটি, শিলচর, ডিব্রুগড়, শোনিতপুর, কোকরাঝাড় এবং ডিফুতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্যায়ের জন্য ১ নম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫ দিনের কার্যসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ১৬ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত ১০ দিনের কার্যসূচী, তৃতীয় পর্যায়ের জন্য ২৭ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫ দিনের জন্য এবং চতুর্থ পর্যায়ে এক ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাত দিনের কার্যসূচী নির্ধারণ করা রয়েছে। তাছাড়া ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ দিনের জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ৯ দিনের রাজ্য পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী জেলা পর্যায়ের দল গুলোর প্রস্তুতি এবং ২০২৪ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ৫ দিনের রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই খেল মহারণ ২২১৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১০২ টি পুরসভা, ৪১০ টি বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজন এর গ্রাম পরিষদ উন্নয়ন সমিতি, ২৬ টি কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের এবং ২৮ টি ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের এমএসি এবং গুয়াহাটি পুর নিগমের ৬০ টি ওয়ার্ড এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে। সর্বমোট এই সংখ্যা ২৮৪৫। এই প্রতিযোগিতা ১৯ বছরের অনূর্ধ্ব পুরুষ এবং মহিলা তথা ১৯ বছরের উর্ধ্বের পুরুষ এবং মহিলা এই চারটি শাখায় অনুষ্ঠিত হবে।

কলকাতার রাজপথের ধর্ণামঞ্চ থেকে গর্জে উঠলেন বাঘমুন্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাত

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ কলকাতার রাজপথের উপর রাজভবনের সামনে তৃণমূলের ধর্ণামঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন বাঘমুন্ডি বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্য যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি সুশান্ত মাহাতো। প্রসঙ্গত রাজ্যের মনরেগা ১০০ দিনের কাজের টাকা ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বকেয়া টাকা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে ২ রা অক্টোবর দিল্লী রওনা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ, বিধায়ক, নেতাকর্মী থেকে শুরু করে হাজার হাজার জব কার্ড হোল্ডাররা। সেদিন দিল্লির রাজঘাটের গান্ধীজির মূর্তির পাদদেশে তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ কে ছত্রভঙ্গ করেন দিল্লী পুলিশ। পরে কৃষি ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে সেখানেই ধর্ণায় বসেন তৃণমূলের সংসদ বিধায়কেরা। পরে টানা হিচড়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেই দিল্লী পুলিশ। আর এই নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। পরে বৃহস্পতিবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতার রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু রাজ্যপাল রাজভবনে না থেকে অন্যত্রে কার্যক্রমে চলে যায়। আর এই নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও চরমে পৌঁছে। রাজভবন পরিসরেই তৃণমূল কংগ্রেস ধর্ণা মঞ্চ করে ফেলেন। তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন রাজ্যপাল তাদের সাথে দেখা না করা পর্যন্ত ধর্না মঞ্চ চলতে থাকবে। ধর্ণা মঞ্চের তৃতীয় দিন এদিন শনিবারেও তৃণমূলের নেতারা বিজেপি নেতৃত্ব এবং রাজ্যপালকে কড়া ভাষায় বিঁধলেন। সেই মঞ্চ থেকেই বাঘমুন্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে তোপ দাগেন এবং পুরুলিয়া ও জঙ্গলমহলের উন্নয়ণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায়কে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন এখন জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকাতেও পাকা রাস্তা হয়েছে, পর্যটন কেন্দ্রের দিক থেকে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, গড় পঞ্চকোট থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র গুলিতে হাজার হাজার পর্যটকরা আসছে। যার ফলে সাধারণ মানুষের একটা রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে। সাথেই পুরুলিয়াতে মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে যার শ্রেয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে দিয়েছেন বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো। সব মিলিয়ে মনরেগা ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা আটকানোর প্রতিবাদে বিজেপিকে তীব্র বিঁধেছেন এবং পুরুলিয়া তথা জঙ্গলমহলের সার্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেছেন বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো।

গ্রামীণ রক্তদান শিবিরে ১৪১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ এচএলএম ট্রফির সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে, জনসেবা হি লক্ষ্য কর্তৃক ব্রহ্মহানন্দ ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় একটি ঐতিহাসিক রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়, যাতে গ্রামীণ এলাকার রক্তদাতারা উৎসাহের সাথে রক্তদান করেন। রক্তদানের জন্য ক্যাম্পে প্রচুর মানুষ ভিড় করলেও সময়ের অভাবে অনেকেই রক্ত দিতে পারেননি। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যগত কারণে অনেকেই রক্ত দিতে পারেননি। উক্ত ক্যাম্পে মোট ১৪১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। জনসেবার লক্ষ্যে রক্তদানকারীদের টিশার্ট দিয়ে সম্মানিত করা হয়। রক্তদান শিবিরে আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি সুদেশ মাহাতো এবং জনসেবা হি লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদক হরেলাল মাহাতো রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। এ সময় সুদেশ মাহাতো বলেন, রক্তদান জীবনদান। তিনি গ্রামীণ এলাকায় আযোজিত রক্তদান শিবিরের প্রশংসা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহিলা নেত্রী অমলা মুর্মু, রেখা প্রামাণিক, সুলোচনা প্রামাণিক প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিভিন্ন জেলা পরিদর্শনকালে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি বেধে দিলো মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়

সফর কালে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অতিরিক্ত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করার স্পষ্ট নির্দেশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত থাকা যে কোন সভায় কিছু বিশেষ নিয়মনীতি পালন করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে এক নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবার মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন জেলা পরিদর্শনকালে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি বেধে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়। মূলত বিভিন্ন জেলা সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কোন ধরনের অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেটা অত্যন্ত প্রযোজনীয় সেই পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সফরের খরচ কমাতে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রসঙ্গত গত কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত থাকা যেকোনো জনসভা কিংবা বৈঠকের ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী সভায় অভ্যর্থনা জানানো ব্যবস্থার অবসান ঘটানো, প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাঁচের জগে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, মাটির বাসনে চা দেওয়া, জলপান হিসাবে পিঠা তথা সাংস্কৃতিক পরম্পরা অনুযায়ী জলখাবারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বহু নির্দেশ এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের এই নির্দেশের পরেই তৎকালীনভাবে সেটা বলবৎ করা হয়েছিল। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর যেকোনো সভায় সেই নির্দেশ অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলা তথা এলাকায় সফরকালীন মুখ্যমন্ত্রীর আদরের আপ্যায়ন তথা অন্যান্য ব্যবস্থা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা প্রশাসনের প্রতি কিছু বিশেষ নীতি নির্দেশ জারি করেছে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়। নির্দেশ অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন জেলা সফরকালে হেডকোয়ার্টার থেকে তার সঙ্গে যাওয়া সুরক্ষা কর্মী এবং সরকারি আমলাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি এক্ষেত্রে প্রযোজন হয় তাহলে থাকা খাওয়ার খরচ সরকারি আমলারা নিজেরাই বহন করবেন। এর জন্য তাদের টিএ এবং ডিএ এর ব্যবস্থা করা হবে। তবে সরকারি কার্যসূচি হিসেবে দুপুরের এবং রাতের খাবারের ব্যবস্থা জেলা প্রশাসনের তরফে যেটা করা হয় সেই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর থাকা খাওয়ার যাবতীয় খরচ তিনি স্বয়ং বহন করবেন বলে এই নির্দেশে উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে প্রযোজন সাপেক্ষে যদি সরকারি কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রীর খাবারের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের তরফে কোনো ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে সার্টিফাইড বিল জমা করলে সেটা তৎকালীনভাবে মিটিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া কেবিনেট বৈঠক, রিভিউ মিটিং এর ক্ষেত্রে যেকোনো বৈঠকের জন্য যেটা করা হয় সেটার বাইরে জেলা প্রশাসনকে কোনো ধরনের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে না। মন্ত্রিসভার বৈঠকের জন্য কোনো স্থানের গতানুগতিক ব্যবস্থা ছাড়া আলাদাভাবে মেরামতি করার প্রযোজনীয়তা নেই। কেবিনেট বৈঠকের দিন নির্ধারণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগের তরফ থেকে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি কার্যসূচির অন্তর্গত জনসভা কিংবা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ যাবতীয় খরচ বহন করবে। তবে সেই জনসভা কিংবা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি একাধিক বিভাগ জড়িত থাকে তাহলে হয় একটি বিভাগ এর সম্পূর্ণ খরচ বহন করবে অথবা প্রতিটি বিভাগ মিলিত ভাবে এক্ষেত্রে দায়িত্ব নেবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার অভিভাবক মন্ত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো এই খরচ বহন করার পর সেটা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন থেকে আদায় করে নেবে। সেই জেলা প্রশাসন প্রশাসনিক তহবিল থেকে কিংবা গতানুগতিক বাজেটে বরাদ্দ তহবিল থেকে সেই টাকা ফিরিয়ে দেবে। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সঙ্গে জেলা প্রশাসন পিওএল ব্যবস্থা করে দিলে এবং সেই বাহনগুলো মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের আমলারা ব্যবহার করলে এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করা বাহনের নাম্বার সহ যাবতীয় তথ্য দাখিল করতে হবে। এই ব্যবস্থা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা তথা এলাকায় সফর করা মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নির্দেশ দিয়েছেন।

শুভমন গিলের ডেঙ্গু জ্বর, কোহলি কি পারবে টেন্ডুলকারকে টপকে যেতে?

চেন্নাই ঃ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভারতে, কিন্তু প্রথম ম্যাচে ভারত ছিল না বলে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। এ কারণেই কি অর্ধেকের বেশি গ্যালারি ফাঁকা রেখে টুর্নামেন্ট শুরু করতে হলো? আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চেন্নাইয়ে মাঠে নামছে রোহিত শর্মার দল। বেলা আড়াইটায় শুরু হবে এই ম্যাচটি। এই ম্যাচের আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলে শুভমন গিলকে নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা দেখা গেছে। গিলের ডেঙ্গু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে টিম ম্যানেজমেন্ট, ম্যাচের আগে কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেছেন তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। সংবাদ সম্মেলনে ভারতের ক্রিকেট দলের কোচ বলেন, তাকে আগের দিনের চেয়ে প্রানবন্ত মনে হয়েছে। এটা একটা ইতিবাচক দিক, মেডিকেল টিম তাকে নিয়ে কাজ করছে। আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তবে শেষ পর্যন্ত যদি শুভমন গিল না খেলেন, তাহলে কে ওপেন করবেন রোহিত শর্মার সাথে? কোচ ও ক্রিকেট বিশ্লেষক নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, এটা ভারতের জন্য একটা বড় ধাক্কাই হতে যাচ্ছে। ৩৫ ওয়ানডে খেলেই গিল নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন ইতোমধ্যে ৬টি সেঞ্চুরি ও ৯টি ফিফটি হাঁকিয়েছেন তিনি। শুভমন গিলের ওয়ানডে গড় এখন ৬৬, স্ট্রাইক রেট ১০২। নাজমুল আবেদীন ফাহিমের মতে,শুভমন গিল এই মুহূর্তে ভারতের ব্যাটিংয়ের কেন্দ্রে আছেন।

তিনি ধারাবাহিক এবং লম্বা ইনিংস খেলেন, যে কারণে অনেকে ব্যাট করার সুযোগই পাননি। অন্যরা কিছুটা প্রস্তুতির অভাবে ভুগছে, বলছেন মি. ফাহিম। তাঁর মতে, একটা দল অনেক সময় অবচেতনভাবে নির্দিষ্ট ক্রিকেটারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। তিনি না থাকলে একটা অস্বস্তি কাজ করবে। শুভমন গিল শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারলে, 'একটা মিস হবে' এটা নিশ্চিত, বলছেন মি. ফাহিম।

ভারতের ব্যাটিং অর্ডার দীর্ঘদিন ভিরাট কোহলি নির্ভর ছিল, সাম্প্রতিক সময়ে শুভমন গিল সেই নির্ভরতা থেকে বের করে এনেছেন। এখন ভারতের হাতে দুটো অপশন বলছেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম, এক কেএল রাহুল, দুই ইশান কিশান, দুজনই মিডল অর্ডার ও টপ অর্ডারে ব্যাট করার সক্ষমতা রাখেন। তবে নাজমুল আবেদীন ফাহিমের মতে যেহেতু কেএল রাহুল ভারতের হয়ে আগে ওপেনিংয়ে ব্যাট করেছেন তার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ইশান কিশান মিডল অর্ডারে হাল ধরতে পেরেছেন সম্প্রতি ভারতের ম্যানেজমেন্ট তাকে সেখানেই রাখার সম্ভাবনা বেশি বলছেন মি. ফাহিম। ইএসপিএনক্রিকইনফোর বিশ্লেষণে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ফাস্ট বোলার ডেল স্টেইন বলেন, শুভমন গিলের মতো একজন ব্যাটারের না থাকা যে কোনও সময়ই একটা খারাপ খবর। তিনি ও ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সর্বোচ্চ রানের মালিক ওয়াসিম জাফর দুজনই মনে করেন, ভারতের হাতে আপাতত যথেষ্ট অপশন আছে রোহিতের সাথে ওপেন করানোর মতো।

ভিরাট কোহলি একজন ক্রিকেটার যাকে ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই ব্যাটিং গ্রেট সাচিন টেন্ডুলকারের সাথে তুলনা করা হয়। যদিও বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সাচিন টেন্ডুলকারের পর্যায়ে যেতে পারেননি এখনও, কিন্তু ওয়ানডে ক্রিকেটে আর দুটি সেঞ্চুরি করলেই কোহলির ও সাচিনের ওয়ানডে শতক সংখ্যা হবে সমান ৪৯টি। নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেন, এই দলে ভিরাটের বাইরে আরও ব্যাটার আছেন যাদের ওপরও ভারত নির্ভর করবে। এখানে তিনি টেন্ডুলকারকে এগিয়ে রাখতে চান কারণ, টেন্ডুলকার যতদিন খেলেছেন ততদিন তিনিই সেরা ব্যাটার ছিলেন। সাচিন টেন্ডুলকারের নামেই বিশ্ব ক্রিকেটে ব্যাটিংয়ের অধিকাংশ রেকর্ড লেখা রয়েছে, তিনি ওয়ানডে বিশ্বকাপেরও সবচেয়ে বেশি রানের মালিক, ৪৫ ম্যাচে ৫৭ গড়ে ২২৭৮ রান তুলেছেন তিনি, ৬টি শতক হাঁকিয়েছেন তিনি। কোহলি এখনও পর্যন্ত ২৬ ম্যাচে ১০৩০ রান তুলেছেন, শতক ২টি। তবে ভিরাটের জন্য নিশ্চিতভাবেই একটা বিশেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে, এবারের এশিয়া কাপেও তিনি প্রমাণ দিয়েছেন ফর্মে থাকলে কতোটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারেন তিনি প্রতিপক্ষের জন্য। এই বছর ভিরাট কোহলি ১৬ ম্যাচ খেলে তিনটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন, ২০২৩ সালের রেকর্ড অনুযায়ী ভারতের শীর্ষ পাঁচজন রান সংগ্রাহকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেটও কোহলিরই। ওদিকে গতকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে দীর্ঘসময় ম্যাচে ছিল নেদারল্যান্ডস, এটা নিয়েও আলোচনা চলছে।

চমকের নাম নেদারল্যান্ডস

নেদারল্যান্ডস মাঝে ২০১৫ ও ২০১৯ বিশ্বকাপে খেলার সুযোপ পায়নি এবার ফিরে এসে প্রথম ম্যাচেই পাকিস্তানের বিপক্ষে নিজেদের সামর্থ্যের জানান দিয়েছে দলটি। পাকিস্তানকে ২৮৬ রানে আটকে দিয়ে দলটি সেটা একটা পর্যায় পর্যন্ত দারুণ এগোচ্ছিল লক্ষ্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার কাছে হার মানলো নেদারল্যান্ডস। এই হার থেকে দলটি দারুণ শিক্ষা নেবে বলেই মনে করেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম। তিনি মনে করেন, নেদারল্যান্ডস হয়তো এই বিশ্বকাপে এসেছে একটি বা দুটি জয় তুলে নিতে। আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা বা বাংলাদেশের বিপক্ষে তারা চেষ্টা করবে ম্যাচ জয়ের। গতকাল ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বাস ডি লিডি একাই চার উইকেট নিয়েছেন এবং ব্যাট হাতে ৬৭ রান নিয়েছেন। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া মনে করেন, সময়ের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার বাস ডি লিডি। তিনি উইকেটে থাকা অবস্থায় মনে হচ্ছিল নেদারল্যান্ডসের জয় সম্ভব। কিন্তু পাকিস্তানের হারিস রওফের গতির সামনে নেদারল্যান্ডস সুবিধা করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত।

বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের হয়ে বাবাছেলে জুটির গল্প এবং ফাঁকা মাঠের কাহিনি

হায়দরাবাদ ঃ বাস ডি লিডি হায়দ্রাবাদের রাজীভ গান্ধী স্টেডিয়ামে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে একাদশে থাকলেই তার নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে যাবে। তার বাবা টিম ডি লিডিও ১৯৯৬ এর ওয়ানডে বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের জার্সি পরে মাঠে নেমেছেন। তারা হবেন ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ ইতিহাসের সপ্তম বাবাছেলে জুটি। ১৯৯৬ সাল সেটা ছিল নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথম বিশ্বকাপ। সেবারও টিম ডি লিডির বিশ্বকাপ অভিষেক ছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ভাদোদারায়। ছেলে বাস ডি লিডিও মাঠে নামবেন ভারতেই, বিশ্বকাপ অভিষেক ম্যাচে।

নানা প্রেক্ষিতেই টিম ডি লিডি ছিলেন নেদারল্যান্ডসের তারকা ক্রিকেটার, বাস ডি লিডিও এখন ডাচ ক্রিকেট দলের সবচেয়ে বড় তারকা। ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার বাসের পারফরম্যান্সও নজরকাড়া, শেষ পাঁচ ম্যাচের রান ১২৩, ৩৯, ৪১, ৩৩, ৪১। গত বছর পাকিস্তানের বিপক্ষে ৮৯ রানের একটি ইনিংসও খেলেছেন এই অলরাউন্ডার।

একই ম্যাচে ১০০ রান ও ৫ উইকেট নেয়া বিরল এক রেকর্ডও রয়েছে তার নামের পাশে, এই তালিকায় আছেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তী ভিভ রিচার্ডস, ইংল্যান্ডের পল কলিংউড, সংযুক্ত আরব আমিরাতের রোহান মুস্তফার।

যদিও বাস ডি লিডি একজন প্রফেশনাল ক্রিকেটার, তার বাবা ছিলেন চাকরিজীবি, ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্মৃতি রোমন্থন করেন, তখন (১৯৯৬ সালে) বেতন ছিল না, চুক্তি ছিল না, কিন্তু অনেক আনন্দ ছিল খেলায়। আমরা চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে খেলতে আসতাম। টিম ডি লিডি ২০০৩ ও ২০০৭ বিশ্বকাপেও খেলেছেন।

২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের একটি ম্যাচে টিম ৩৫ রান দিয়ে চার উইকেট নিয়েছিলেন। সাচিন টেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়ের উইকেটও ছিল যার মধ্যে। বড় ব্যবধানে হেরে গেলেও টিম ডি লিডি ম্যান অফ দ্য ম্যাচের

পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এবারের বিশ্বকাপে অনেকেই নেদারল্যান্ডসের মধ্যে অঘটন ঘটানোর সম্ভাবনা দেখছেন।

ক্রিকেট বিশ্লেষক ও কোচ নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলছেন, এই সম্ভাবনা খুব একটা নেই। পাকিস্তান আর নেদারল্যান্ডসে শক্তিমত্তার অনেক ফারাক। তবে তিনি একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না কথাটা, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে যদি পাকিস্তান বড় রান করে সেক্ষেত্রে সেটা ডাচ দলটা তাড়া করতে পারবে না তবে ২৫০ বা ২৪০ এর মতো রান তাড়া করার সক্ষমতা নেদারল্যান্ডসের আছে। গত বছরের টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে শক্তিশালী ক্রিকেটারে ঠাসা দল দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছিল নেদারল্যান্ডস, সেবার পাকিস্তানও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হেরে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল। তবে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে ফাইনালে গিয়েছিল।

মি. ফাহিম বলেন, বিশ্বকাপ আসলে এমনই এক জায়গা, সাধারণত যেসব দল বড় দলের সাথে খেলার তেমন সুযোগ পায়না তাদের কিছু করে দেখানোর তাড়না থাকে এখানে। পাকিস্তান গত পাঁচ বিশ্বকাপের চারটিতেই প্রথম ম্যাচ হেরে শুরু করেছে। তবে পাকিস্তান এই ম্যাচে মুখিয়ে থাকবে, পাকিস্তানের এই দলটা মাস দেড়েক আগেও একটা দুর্দান্ত অবস্থানে ছিল হঠাৎ করে ফখর জামানের ফর্ম হারানো, শাদাব খানের স্পিনে ধার কমে যাওয়া এবং নাসিম শাহ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ায় খানিকটা এলোমেলো লাগছে। তবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচটাকে ফখর ফর্মে ফেরার উপলক্ষ্য ভাবতে পারেন। নেদারল্যান্ডস ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১৫ ম্যাচ খেলে মাত্র দুটিতে জয় পেয়েছে।

এই ম্যাচে আর ২৬ রান করলে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৫০০ রান পূর্ণ হবে। আজ হায়দ্রাবাদে বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই, ইসপিএনক্রিকইনফোর বিশ্লেষণ বলছে বড় রান হবে এই ম্যাচে। তবে গ্যালারিতে দর্শকের অভাব একটা বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দর্শক খরার কারণ?

ওয়ানডে বিশ্বকাপকে এ বছরের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট আসর মনে করা হয়েছিল, সে তুলনায় ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার প্রথম ম্যাচে তেমন দর্শক দেখা যায়নি।

প্রায় ১ লাখ ৩২ হাজার ধারণক্ষমতার নরেন্দ্র মোদী ক্রিকেট স্টেডিয়াম ফাঁকা দেখাচ্ছিল, টেলিভিশনে যারা খেলা দেখেছেন তারা প্রশ্ন তুলেছেন, 'মানুষ কই?'।

টুইটারে ইংল্যান্ডের নারী দলের ক্রিকেটার ড্যানি ওয়াট লিখেছেন, হোয়্যার ইজ দ্য ক্রাউড।

এটা রিটুইট করে জবাব দিয়েছেন ভারতের জেমিমাহ রদ্রিগেজ, ভারত পাকিস্তান ম্যাচের জন্য অপেক্ষায়।

ম্যাচের একটা সময় দেখা গেছে ভারতের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান জয় শাহ নিজেই বসে পড়েছেন গ্যালারিতে।

রাভি শাস্ত্রী ধারাভাষ্য বক্সে বলেন, গত ২৭ বছরে এই প্রথম আয়োজক দেশ প্রথম ম্যাচে খেলছে না। এটা মনে হয় একটা বড় কারণ স্থানীয় দর্শক না আসার। মজার কথা হচ্ছে, ২৭ বছর আগের সেই বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচও ছিল ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের ক্রিকেট স্টেডিয়ামেই, ১৯৯৬ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে, তখন এটি মোতেরা স্টেডিয়াম নামে পরিচিত ছিল।

মূল সমস্যা ছিল টিকিট ব্যবস্থায়, টুর্নামেন্ট শুরুর ১ মাস ১০ দিন আগে টিকিট ছেড়েছে আয়োজকরা।

এতে করে যারা অন্য দেশ থেকে আসবেন তাদের পরিকল্পনা করতে সমস্যা হয়েছে।

টিকিট সিস্টেম নিয়ে নিজেদের অসন্তুষ্টি অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ভেঙ্কাটেশ প্রাসাদ টুইটারে বলেছিলেন, ভারতের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবারের বিশ্বকাপে সব এলোমেলো করে ফেলছে। তারা যখন ইচ্ছা ম্যাচের দিন তারিখ বদল করছে

ব্যাটিং না করেই এশিয়ান গেমসে সোনা জিতল ভারত

কলকাতা ঃ প্রথমবার এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে অংশ নিয়েই সোনা জিতেছে ভারত। ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বাধীন দলকে অবশ্য ফাইনালে জিততে হয়নি। আজ আফগানিস্তানভারতের সোনার পদকের লড়াই বৃষ্টির কারণে ফলের আগেই থেমে যায়। গেমসের নিয়ম অনুযায়ী বাছাইয়ে এগিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। রানার্সআপ হয়ে রুপা জিতেছে আফগানরা। দিনের শুরুতে তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ে পাকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতে বাংলাদেশ। হাংজুর জিয়িয়াং ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ক্রিকেট মাঠে টস হয়েছে সময় মতোই। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামার পর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধের আগপর্যন্ত ১৮.২ ওভার ব্যাট করে আফগানিস্তান। চারে নামা শহিদুল্লাহর ৪৩ বলে অপরাজিত ৪৯ আর অধিনায়ক গুলবাদিন নাইবের ২৪ বলে অপরাজিত ২৭ রানের ইনিংসে ভর করে ৫ উইকেটে ১১২ রান তোলে আফগানিস্তান। ভারতের পক্ষে একটি করে উইকেট নেন আর্শদীপ সিং, শিভাম দুবে, শাহবাজ আহমেদ ও রবি বিষ্ণয়। প্রবল বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আর শুরু করা যায়নি। নির্ধারিত সময় শেষ হলে নিয়মানুযায়ী চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় ভারতকে। আইসিসি টিটোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের অবস্থান এখন এক নম্বরে, আফগানিস্তান দশে। র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে ভারত এশিয়ান গেমস শুরু করে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। শেষ আটে নেপালকে হারানোর পর সেমিফাইনালে বাংলাদেশকে হারায় ভারত। শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তানকে হারানোর সুযোগ না পেলেও র‍্যাঙ্কিং তাদের সোনা এনে দিয়েছে। এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে প্রথমবার অংশ নিয়েই সোনা জিতল ভারত। এবারের গেমসের দেশটির যা ২৭তম সোনা। এর আগে ভারতের মেয়েরাও প্রথমবার এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে অংশ নিয়ে সোনা জিতেছে।

ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বাঁধ ভেঙে অন্তত ৩১ জনের মৃত্যু

রাংপো (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের কর্মকর্তারা শুক্রবার জানিয়েছেন, হিমালয়ের উত্তরপূর্বাঞ্চলে একটি প্রধান জলবিদ্যুৎ বাঁধের ওপরে বন্যার জল উপচে পড়ায় বাঁধ ভেঙ্গে অন্তত ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাহাড়ি শহরগুলোতে বরফঠাণ্ডা বন্যার জলেতে ঘরবাড়ি ও সেতু ভেসে গেছে ফলে হাজার হাজার মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ের উঁচুতে একটি হিমবাহ হ্রদ প্লাবিত হয়ে বুধবার মধ্যরাতের পর পরই বন্যা শুরু হয়। ভারতের সিকিম রাজ্যের সবচেয়ে বড় ৬ বছরের পুরনো একটি বাঁধ ভেঙে লাচান উপত্যকার শহরগুলো জলেতে নিমজ্জিত হয়।

ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে মৌসুমি অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাতে এক বছরের মধ্যে আঘাত হানা এটাই সর্বসাম্প্রতিক প্রাণঘাতী বন্যা। গত আগস্ট মাসে হিমাচল প্রদেশে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু হয়। জুলাই মাসে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাতের ফলে উত্তর ভারতে দুই সপ্তাহে ১০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা যায়।

ভারত সরকারের জলবিদ্যুৎ শক্তি সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিস্তা নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা হয় তবে তিস্তা৩ বাঁধ নির্মাণের সময় থেকেই এর নকশা ও স্থাপনা ছিল বিতর্কিত। স্থানীয় সক্রিয়কর্মিরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চরম আবহাওয়া হিমালয়ে বাঁধ নির্মাণ খুব বিপজ্জনক।

শুক্রবার ভারতের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তারা ভারতের ৫৬টি ঝুঁকিপূর্ণ হিমবাহ হ্রদের অধিকাংশে রিয়েল টাইম অ্যালার্টের জন্য আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা করছে।

বোমা হামলার অজ্ঞাতনামা হুমকির পর উচ্চ সতর্কতায় ফিলিপাইনের বিমানবন্দরগুলো

ম্যানিলা ঃ কয়েকটি পর্যটন হটস্পটসহ, ম্যানিলা থেকে ফিলিপাইনের বিভিন্ন শহরগামী বিমানগুলোতে বোমা বিস্ফোরণ হতে পারে এমন একটি বেনামি হুমকি পাওয়ার পর, ফিলিপাইন তাদের সকল বাণিজ্যিক বিমানবন্দরে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। শুক্রবার ফিলিপাইনের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ একথা জানায়।

ফিলিপাইনের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (সিএএপি) একটি মিডিয়া অ্যাডভাইজরিতে বলেছে, সারা দেশে ৪২টি বাণিজ্যিক বিমানবন্দরে তাৎক্ষণিকভাবে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হুমকির সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে বলেও জানায় সিএএপি।

হুমকির বিষয় জানিয়ে এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস বিভাগে ইমেইল পাঠানো হয়। জানানো হয়, রাজধানী ম্যানিলা থেকে দাভাও, বিকোল, পালাওয়ান এবং সেবুর মতো জনপ্রিয় পর্যটন এলাকাগামী ফ্লাইটগুলোতে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি রয়েছে।

শুক্রবার বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা (এভিয়েশন রেগুলেটর) গণমাধ্যমের কাছে বুধবারের একটি স্মারক প্রকাশ করে। এতে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপকদের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। ব্যাগের মালপত্রগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে এবং ইমেইল হুমকি পাওয়ার পর সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেয়া হয় ঐ স্মারকে।

স্মারকপত্রে একটি স্ক্রিনশট যুক্ত করা হয়। এটিকে সেখানে হুমকি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।তবে, এতে বোমা শব্দটি ছিলো না লেখা ছিলো , আজ ম্যানিলার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি বিমান বিস্ফোরিত হবে এবং দয়া করে সাবধান হবেন।

বেনামি ইমেইলে বলা হয়েছে, সেবু,পালাওয়ান,বিকোল এবং দাভাতেও আঘাত করা হবে।

পরিবহন মন্ত্রী জেইমি বাতিস্তা বলেছেন, ম্যানিলার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টহল বাড়ানো হয়েছে, সকল টার্মিনালে কেনাইন ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে আর, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে।

পাকিস্তানে আন্তঃসীমান্ত হামলার ঘটনা বেড়েছে

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তানের এক উর্দ্ধতন কূটনীতিক বৃহস্পতিবার বলেন, তালিবান আফগানিস্তানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করলেও প্রতিবেশী ঐ দেশটি থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে সন্ত্রাসী হামলার কারণে পাকিস্তানের স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে এবং দু দেশের কঠিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর বাড়তি চাপ ফেলছে।

ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে আফগানিস্তান বিষয়ক পাকিস্তানের বিশেষ প্রতিনিধি আসিফ দুরানি বলেন, দুর্ভাগ্যবশত শান্তির প্রভাবের অংশটুকু আমরা পাচ্ছিনা।

তিনি বলেন, আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ অবসানে তার সরকার তালিবানের সঙ্গে সংলাপ অব্যাহত রেখেছে।

সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিশ্বব্যাপী ঘোষিত তেহরিকইতালিবান পাকিস্তান বা টিটিপি'র পলাতক নেতা ও জঙ্গিরা ঐ ধরণের আন্তঃসীমান্ত আক্রমণগুলো চালিয়ে থাকে

বিশেষ দূত বলেন, পাকিস্তানের সীমান্তে টিটিপির হামলা বেড়েছে। তারা আফগান মাটিতে আশ্রয় নিচ্ছে।

দুরানি জোর দিয়ে বলেন, আমি এই মুহূর্তে আফগানিস্তান সরকারকে দোষারোপ করতে পারি না। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আমরা আশা করি যে তারা যেমন তাদের দেশে যেমন শান্তি এনেছে তেমনি আমাদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও শান্তি আনয়নে অবদান রাখবে এবং আফগানিস্তানে আশ্রয় নেওয়া টিটিপিদের হয় পাকিস্তানের কাছে ফিরিয়ে দেবে অথবা তাদের নিষ্ক্রিয় করা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের ইনস্টিটিউট অব পিসের সহযোগিতায় ইসলামাবাদের রাষ্ট্রপরিচালিত ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এই সেমিনারের আযোজন করে।

২০২১ সালের আগস্টে তালিবান প্রতিবেশী দেশের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকে পাকিস্তানে জঙ্গি হামলা নাটকীয় ভাবে বেড়েছে এবং এর ফলে শত শত বেসামরিক নাগরিক ও নিরাপত্তা বাহিনী নিহত হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তালিবান ক্ষমতা দখলের পর থেকে টিটিপি নেতারা এবং অন্যান্য সদস্যরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ঘাঁটি আফগানিস্তানে সরিয়ে নিয়েছে এবং সেখানে তারা স্বাধীনভাবে রয়েছে।

টুকরো খবর

চীনের প্রতিক্রিয়ার শঙ্কার মাঝেই তিয়ানানমেন স্কোয়ার নিয়ে মিউজিকালে শো মুক্তি পেলো

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক)ঃ চীনা কর্মকর্তারা বছরের পর বছর ধরে তিয়ানআনমেন গণহত্যাকে রাজনৈতিক অস্থিরতা হিসাবে উল্লেখ করে আসছেন এবং ১৯৮৯ সালের ৪ জুনের সহিংসতাকে মুছেফেলার চেষ্টা করেছেন। ঐ গণহত্যায় মৃতের সংখ্যা কয়েকশ থেকে ১০ হাজারেরও বেশি ছিল বলে অনুমান করা হয় তবে এ সম্পর্কে কোনও সরকারী পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়নি। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে বেইজিংয়ের বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত স্থানে ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভে সৈন্যদের হামলায় আরও হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটেই দুই শিক্ষার্থীর প্রেমের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে তিয়ানআনমেন এ নিউ মিউজিক্যাল। বুধবার অ্যারিজোনার ফিনিক্স থিয়েটার কোম্পানিতে মুক্তি পাওয়া তিয়ানআনমেন এ নিউ মিউজিক্যাল শোর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হবে শুক্রবার রাতে। উয়ের কাইক্সি এই গীতি নাটকের সৃজনশীল পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি প্রতিবাদকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং বর্তমানে গণতন্ত্রপন্থী এই কর্মী তাইওয়ানে বাস করছেন। তিয়ানানমেন তৈরি করতে সময় লেগেছে তিন বছর। যে ভূমিকাগুলোতে বেইজিং যে তার সমালোচকদের খুঁজে বের করে এবং তারা যে ক্রমবর্ধমানভাবে চাপ প্রযোগে করে, চীনে পারিবারিক বা ব্যবসায়িক স্বার্থকে বিপন্ন করে এমন বিষয়গুলোতে চরিত্র রূপায়ণে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়েছে। এই গীতি নাট্যের সংগীত পরিচালক থিয়েটার বিষয়ক অভিজ্ঞ ড্যারেন লি ভয়েস অফ আমেরিকা ম্যান্ডারিন বিভাগকে বলেন, এই কাজটি গ্রহণ করার আগে তিনি তার প্রথম কাজ ছিল তার বাবামাকে ফোন করে জেনে নেওয়া যে চীনে এখনও তাদের এমন আত্মীয়স্বজন রয়েছে কিনা যাদের বিপদ ঘটতে পারে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার জন্য ষড়যন্ত্র করছে ঃ অভিযোগ রুহুল কবির রিজভীর

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে নানা ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শুক্রবার (৬ অক্টোবর) এক মিছিলে দেয়া বক্তৃতায় তিনি এই অভিযোগ করেন। বলেন, ক্ষমতাসীন দল নিজেদের চক্রান্তে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা প্রকাশ্যে ফিরতে পারবে না। কারণ, মানুষ তাদের প্রত্যাখান করেছে। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ও ঢাকা দক্ষিণ মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব রফিকুল আলম মজনু'র নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে, নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। রুহুল কবির রিজভী বলেন, সুর পরিবর্তন করে মন্ত্রীরা এখন সমঝোতার কথা বলছেন। আসলে, তারা পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্র করছেন। গোপনে কখনো আপস হয় না, ষড়যন্ত্র হয়। মানুষ তাদের সঙ্গে না থাকায়, তারা এখন বিভিন্ন দেশে গিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, সরকারের সব চক্রান্ত ও দমনমূলক কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত জবাব দিতে আমরা প্রস্তুত। খালেদা জিয়া ও তার অসুস্থতা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিন্দা করেন রিজভী। বলেন, আপনার (প্রধানমন্ত্রী) এখন একমাত্র অবলম্বন হলো অশালীন, বেপরোয়া ও বাজে মন্তব্য করা। রিজভী বলেন, সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, পুলিশের ওপর নির্ভর করে ক্ষমতায় টিকে আছে। তাই তারা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করছে। তিনি অবিলম্বে গ্রেপ্তার সব বিএনপি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে, তাদের মুক্তি দাবি করেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
08:10:2023

বাংলাদেশে ট্রায়াল হওয়া ডেঙ্গু টিকা সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে

ঢাকা ঃ যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের আবিষ্কার করা ডেঙ্গু টিকা সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'সফলভাবে ট্রায়াল বা পরীক্ষা' চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বা আইসিডিডিআরবি'র বিজ্ঞানীরা। এই টিকার একটি ডোজ ডেঙ্গুর চারটি ধরণের জন্যই কার্যকর হবে বলে দেখতে পেয়েছেন তারা। এই টিকা আবিষ্কার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথ বা এনআইএইচ। টিকার নাম দেয়া হয়েছে টিভি০০৫। ডেঙ্গু টিকার দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা ছিল বাংলাদেশে। যুক্তরাষ্ট্রের ভান্ডট বিশ্ববিদ্যালয়ের লানার কলেজ অব মেডিসিন এবং বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবি'র গবেষকরা যৌথভাবে এটি পরিচালনা করেছেন। আইসিডিডিআরবি গবেষকরা দাবি করছেন, ডেঙ্গু টিকার দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা শেষে দেখা গেছে এটি শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে প্রয়োগের জন্য নিরাপদ এবং এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সক্ষম। ডেঙ্গুর মোট চারটি ধরণ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ডেন১, ডেন২, ডেন৩ এবং ডেন৪। গবেষকরা বলছেন, ডেঙ্গু টিকা আবিষ্কারে এনআইএইচ প্রথম প্রতিষ্ঠান নয়। এর আগে সানোফি ফার্মাসিউটিক্যালস এবং তাকেদা ফার্মাসিউটিক্যালস ডেঙ্গু টিকা তৈরি করেছে।

গাজা থেকে ইসরায়েলে 'নজিরবিহীন' হামলা, 'যুদ্ধ ঘোষণা' করেছে ইসরায়েল

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলের জরুরী বিভাগ বলছে ফিলিস্তিনিদের দিক থেকে আকস্মিক এবং নজিরবিহীন হামলায় অন্তত ২২ জন ইসরায়েলি নিহত হয়েছে। এছাড়া কমপক্ষে ৫৪৫ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

এমন অবস্থায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন তার দেশ 'যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে'। ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণ শুরুর পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এক বক্তব্য দিয়েছেন।

ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের বেশ কিছু অস্ত্রধারী দক্ষিণ ইসরায়েলে ঢুকে পড়েছে। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলে হাজার হাজার রকেট নিক্ষেপের পর এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আমরা যুদ্ধের মধ্যে আছি, এটা কোন অভিযান নয়, কোন উত্তেজনা নয়, এটা যুদ্ধ, বলেন নেতানিয়াহু।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, ফিলিস্তিনি প্রায় ২৫০০ রকেট ছুঁড়েছে ইসরায়েলে। এছাড়া সমুদ্র, স্থলপথ এবং প্যারাগ্লাইড করে অস্ত্রধারীরা ইসরায়েলে ঢুকে পড়েছে।

রকেট হামলার জবাবে ইসরায়েল হামাসের বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলের দাবি তারা হামাসের ১৭টি সেনা কম্পাউন্ডে হামলা করেছে। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স আইডিএফ তাদের নিজস্ব সামাজিক মাধ্যম এক্সে জানিয়েছে তারা এখন পর্যন্ত ১৭টি সেনা কম্পাউন্ড আর হামাসের অপারেশনের চারটি হেডকোয়ার্টারে হামলা করেছে তারা।

তবে বিবিসি তাদের এই দাবির সত্যতা যাচাই করতে পারে নি।

হামাস নেতা মোহাম্মদ দেইফ বলেছেন, ' আমরা বলতে চাই, যথেষ্ট হয়েছে।'

অন্যদিকে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, দখলদার সৈন্য এবং সেটলাররা যে আতঙ্ক তৈরি করেছে সেখান থেকে ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকার রয়েছে নিজেদের রক্ষা করার।

রকেট হামলার পর ইসরায়েল হাজার হাজার সংরক্ষিত সেনাদের তলব করেছে।

ইসরায়েলের গণমাধ্যম বলছেন, দক্ষিণ ইসরায়েলের বিভিন্ন জায়গায় ফিলিস্তিনী বন্দুকধারীদের লড়াই হচ্ছে।

হামাস দাবি করেছে তারা অন্তত ৩৫ জন ইসরায়েলিকে বন্দি করেছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে ইসরায়েলের সামরিক মুখপাত্র কোন মন্তব্য করেনি।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, তাদের উপর আক্রমণ করে হামাস 'অনেক বড়' ভুল করেছে।

প্রতিটি জায়গায় ইসরায়েলি সৈন্যরা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এবং ইসরায়েল রাষ্ট্র এতে জয়ী হবে।, বলেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

গাজা উপত্যকা থেকে এক আকস্মিক হামলা চালানোর পর, ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের কয়েক ডজন বন্দুকধারী দক্ষিণ ইসরায়েলের ঢুকে এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায় ফিলিস্তিনি অস্ত্রধারীরা ইসরায়েলের শহর সদেরতের রাস্তায় পথচারীকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করছে।

এছাড়া অনলাইনে আরেক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে সদেরতের রাস্তায় একদল সশস্ত্র ফিলিস্তিনি নিজেদের কালো পোশাকে ঢেকে পিক আপ ট্রাকে করে যাচ্ছে। এছাড়া তাদের ইসরায়েলি সৈন্যের সাথেও গুলি বিনিময় করতে দেখা যায়। গাজা থেকে এই শহরের দূরত্ব মাত্র এক মাইল।

ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স - আইডিএফ জানিয়েছে তারা এখন যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে এবং কয়েক ডজন যুদ্ধ বিমান গাজায় হামাসের অবস্থান লক্ষ্য করে আকাশ পথে হামলা চালাতে যাচ্ছে।

ইহুদীদের বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সুকত শেষ হবার পরপরই শনিবার ভোর থেকে হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা অঞ্চল থেকে রকেট হামলা শুরু হয়। হামাস মিডিয়ার মাধ্যমে এক সিনিয়র সেনা কমান্ডার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এই অপারেশন শুরুর ঘোষণা দেন, তিনি প্রত্যেক ফিলিস্তিনিকে সবখানে থেকে যুদ্ধে নামার আহবান জানান।

রয়টার্স জানিয়েছে, ইসরায়েলি টিভি চ্যানেল রেশেত থার্টিন প্রতিবেদন করেছে যে ফিলিস্তিনি জঙ্গীরা দক্ষিণের শহর ওফাকিমে ইসরায়েলিদের বন্দী করে রেখেছে।

সামাজিক মাধ্যমে এ খবর আগেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অসমর্থিত কিছু ভিডিওতে দেখা যায় ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলের বেসামরিক নাগরিকদের ধরে মোটর বাইকে করে গাজার দিকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। তবে হামাসের এক মুখপাত্র আল জাজিরাকে জানান, তারা হোস্টেজ নয় বরং যুদ্ধ বন্দী।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এখনো কোন মন্তব্য করেনি।

বিবিসি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিবেদক ফ্রাঙ্ক গার্ডনার মনে করেন ইসরায়েলের সামনে এখন দুটি উপায় খোলা রয়েছে, একটা বিশেষ উদ্ধার আভিযানে নামা অথবা অপেক্ষা করা এবং সমঝোতায় আসা। কিন্তু দুই দিকেই ঝুঁকি রয়েছে।

এরইমধ্যে হামাসের সামরিক অংশ, দ্য কাসিম ব্রিগেড একটা ভিডিও প্রকাশ করেছে যাতে দেখা যাচ্ছে অন্তত তিনজন ইসরায়েলিকে বেসামরিক পোশাকে বন্দী অবস্থায় রেখেছে তারা এবং দাবি করা হয়েছে এই তিনজন ইসরায়েলি সৈন্য।

অন্যদিকে গাজায় সক্রিয় ইসলামিক জিহাদ গ্রুপও দাবি করেছে তারা 'অসংখ্য' ইসরায়েলি সৈন্যদের বন্দী করেছে। এরইমধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। সংস্থার কূটনীতি প্রধান জোসেপ বোরেল এটাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে বন্দীদের মুক্তি দাবি করেছেন।

ইসরায়েলের গোয়েন্দা ব্যর্থতা?

নিরাপত্তা বিষয়ক বিবিসি সংবাদদাতা ফ্রাঙ্ক গার্ডনার বলেছেন, এটা ইসরায়েলি গোয়েন্দা ব্যর্থতা। এরইমধ্যে গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্তও শুরু করেছে ইসরায়েলি সরকার, যে কীভাবে হামাসের এত বড় পরিকল্পিত হামলা তাদের নজর এড়িয়ে গেল।

ইসরায়েলের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বড় এবং দক্ষ। তারা দেশের ভেতরে এবং বাইরে কাজ করে। ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গ্রুপগুলোর ভেতরেই ইসরায়েলি গোয়েন্দারা রয়েছে। এছাড়া সশস্ত্র গ্রুপগুলোর সাথে মিশে আছে। এছাড়া লেবানন, সিরিয়া এবং অন্যান্য জায়গায়ও ইসরায়েলি গোয়েন্দারা সক্রিয়।

অতীতে বিভিন্ন সময় সুনির্দিষ্ট ড্রোন হামালা এবং মোবাইল ফোন ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনী সশস্ত্র গোষ্ঠীর নেতাদের হত্যা করেছিল ইসরায়েল। এটা সম্ভব হয়েছিল গোয়েন্দা তথ্যের কারণে।

বিভিন্ন রিপোর্ট সূত্রে বিবিসি জানতে পেরেছে যে ইরান এই ফিলিস্তিনি হামলার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

ইরানের সংবাদ সংস্থা আইএসএনএর খবর দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির উপদেষ্টা ইসরায়েলের উপর ফিলিস্তিনি হামলার পক্ষে কথা বলেছেন।

রহিম সাফাভি বলেছেন, আমরা ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাই, যতক্ষণ ফিলিস্তিন ও জেরুজালেমের স্বাধীনতা না আসে আমরা ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের পাশে থাকবো, আইএসএনএ এমনটি লিখেছে।

তবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ইসরায়েলের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেন, আমি সকাল বেলা ইসরায়েলি নাগরিকদের উপর হামাস সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর হামলার খবরে মর্মাহত। ইসরায়েলের তাদের নিজেদের রক্ষা করার সবরকম অধিকার আছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তীব্র ভাষায় এই হামলার সমালোচনা করে বলেছেন, আমি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের প্রতি আমার পূর্ণ সমবেদনা জানাই। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, নিরীহ বেসামরিক লোকদের উপর সহিংসতা ও রকেট হামলা এখনি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ইউরোপিয়ান কমিশনও। সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়েন এই হামলাকে 'জঘন্য সন্ত্রাসী হামলা' বলে বর্ণনা করেছেন। রাশিয়ার ডেপুটি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া হল, আমরা সবসময় সবার সংযত আচরণ আশা করি। আর যুক্তরাষ্ট্র এই হামলার নিন্দা জানিয়ে দুই পক্ষকেই সহিংসতা বন্ধের আহবান জানিয়েছে।

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অবৈধ সম্পদের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুর 'কঠোর' হচ্ছে কেন?

সিঙ্গাপুর ঃ সিঙ্গাপুর দেশটির সবচেয়ে বড় অর্থপাচারের ঘটনায় প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে বলে সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে। একই সাথে ইঙ্গিত দিয়েছে, অবৈধ অর্থের প্রবাহ রোধ করতে এ ঘটনার পর অভিবাসন বিষয়ক নিয়মনীতি আরো কঠোর করা হতে পারে। গত মঙ্গলবার দেশটির পার্লামেন্টে এক বক্তব্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ড মিনিস্টার জোসেফিন টেও জব্দকৃত সম্পদের এই পরিমাণের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এই তদন্ত চলমান থাকবে এবং একই সাথে অভিবাসন বিষয়ক যাচাইবাছাই প্রক্রিয়া আরো কিভাবে কঠোর করা যায় তা মূল্যায়ন করে দেখবে।

তিনি বলেন, সিঙ্গাপুর অর্থপাচারের ঘটনা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখছে। অর্থপাচারের বিষয়ে এবারই আমরা প্রথম কোন আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি তা নয়। আর এটা শেষ ঘটনাও হবে না।

সিঙ্গাপুর দীর্ঘদিন ধরে স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা এবং অপরাধের বিষয়ে জিরো টলারেন্সের কারণে সুনাম অর্জন করে এসেছে। ফলে দেশিবিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টও হয়েছে।

এশিয়ার অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই দেশটি ধনী এশিয়ানদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দেশটির নিম্ন কর হারের নীতি একে বিশ্বের ধনীদের কাছে বিনিয়োগের জন্য আদর্শ স্থানে পরিণত করেছে।

কেন এই অভিযান?

রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫ সালে মালয়েশিয়ার সরকারের বহুল আলোচিত ওয়ানএমবিডি কেলেঙ্কারির সাথে সিঙ্গাপুরের বেশি কিছু ব্যাংক জড়িত থাকার খবর আসে। সে সময় সিঙ্গাপুরের দিকে নজর দেন অনেকে।

ওই ঘটনার পর অর্থপাচারের এই ঘটনাই সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে বিশ্বজুড়ে। এটা মানুষের দৃষ্টি আরো বেশি আকর্ষণ করেছে কারণ যে সম্পদ জব্দ করা হয়েছে তার মধ্যে শতাধিক বাড়ি এবং এর সাথে চীন সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, সিঙ্গাপুর একদিকে যেমন অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, একই সাথে অবৈধ অর্থের কেন্দ্র হয়ে উঠার শঙ্কাও বেড়েছে।

আমেরিকাভিত্তিক কনসাল্টিং ফার্ম বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ এর তথ্য অনুযায়ী, সিঙ্গাপুরে গত বছর ক্রসবর্ডার বা বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এর ফলে সুইজারল্যান্ড ও হংকংয়ের পর সিঙ্গাপুর তৃতীয় বৃহত্তম অফশোর বিনিয়োগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে যেখানে ধনীরা তাদের সম্পদ রাখছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী ক্ল্যান্সি মুর গত অগাস্টে অস্ট্রেলিয়ার এবিসি সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আইনের শাসন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুরের সুনাম থাকলেও এটা আসলে অর্থপাচারকারীদের ব্যবসা স্থাপনের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠেছিল।

সিঙ্গাপুর অপরাধী, প্রতারক এবং চোর শাসকগোষ্ঠীকে তাদের অবৈধ অর্থ রাখার স্থান এবং অপরাধ থেকে পালানোর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল।

এটা অনেক আঞ্চলিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর হয়ে উঠেছিল যেখানে খুব কম কর্পোরেট কর দিতে হয় এবং কম্পিউটারের মাউসের মাত্র এক ক্লিকেই মানুষ একটি কোম্পানি গঠন করে ফেলতে পারতো। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, আমরা জানি অনেক সুসংগঠিত অপরাধী গ্যাং এবং মিয়ানমারের জান্তাদের মতো কর্তৃত্ববাদী শাসকগোষ্ঠী সিঙ্গাপুরকে তাদের কালো টাকা সাদা করার কাজে আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতো।

নিক্কেই এশিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আলভিন ট্যান মঙ্গলবার দেশটির পার্লামেন্টে বলেন, শক্তিশালী আইনের শাসনসহ একটি বিশ্বস্ত এবং সুশাসিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সিঙ্গাপুরের কষ্টার্জিত সুনাম ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য দুটি। একটি হচ্ছে একটি বহুমাত্রিক, সমৃদ্ধ, অর্থনৈতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা। আরেকটি হচ্ছে একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা ধরে রাখা। এই দুটি বিষয় পাশাপাশি পরিচালিত হবে। কোনোটির জন্য আমরা কোনোটি ত্যাগ করবো না। সিঙ্গাপুরে থাকা বাংলাদেশি সাংবাদিক এ কে এম মহসীন বলেন, তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিকভাবে সিঙ্গাপুর এখন একটি ভাল অবস্থানে পৌঁছে গেছে। অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়াও বেশি কিছু বিষয়ে সুনাম অর্জন করেছে দেশটি। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, কোভিড মহামারির সময় অভিবাসী শ্রমিকদের ভালভাবে ব্যবস্থাপনার কারণে বিশ্বে সুনাম কুড়িয়েছে।

তিনি মনে করেন, অভিবাসন ইস্যুটা সামলানোর পর এখন তারা অর্থপাচারের দিকে নজর দিয়েছে। এছাড়া সারা বিশ্বে সিঙ্গাপুরে অবৈধ অর্থ বিনিয়োগের কেন্দ্র হিসেবে যে পরিচিতি রয়েছে সেখান থেকেও দেশটি বেরিয়ে আসতে চাইছে বলে মনে করেন তিনি। ওয়ার্ল্ডে একটা ব্যাড ইম্প্রেশন আছে যে সিঙ্গাপুরে অবৈধ অর্থ বিনিয়োগ ও লেনদেন হয়। ওই দুর্নামটা স্খলনের জন্য তারা কিছুটা কাজ করতেছে, বলেন তিনি।

চীন সংশ্লিষ্টতা?

সিঙ্গাপুরে অর্থপাচারের অভিযোগে এ পর্যন্ত পুলিশ যে ১০ জন বিদেশীকে গ্রেফতার করেছে তাদের কাছে বিভিন্ন দেশের পাসপোর্ট থাকলেও তারা সবাই চীনা বংশোদ্ভূত বলে জানা যাচ্ছে।

এক নারীসহ গ্রেফতারকৃত ১০ জনের মধ্যে তিন জন চীনের, তিন জন কম্বোডিয়ার, একজন ভানুয়াতুর, একজন তুরস্কের এবং দুই জন সাইপ্রাসের নাগরিক। তবে এবিসি নিউজের প্রিবেদনে বলা হয়, এরা সবাই আসলে চীনের ফুজিয়ান প্রদেশ থেকে এসেছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এবং সিঙ্গাপুরের অভ্যন্তরীণ সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, চীন সরকারের পক্ষ হয়ে সম্পদ জব্দের এই অভিযান পরিচালনা করেছে সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুরের সরকার অবশ্য বলেছে, সম্প্রতি অভিযান চালিয়ে যে বেশ কয়েক জন চীন বংশোদ্ভূতকে আটক করেছে সে বিষয়ে চীনের কোন চাপ ছিল না।

এবিষয়ে মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ড মিনিস্টার জোসেফিন টেও পার্লামেন্টে বলেন ঃআন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় অনেক সংবাদ মাধ্যমে কিছু 'ধারণা' প্রকাশ করা হয়েছে যে, সিঙ্গাপুর হয়তো চীনের পক্ষ থেকে এই অভিযান পরিচালনা করেছে। এটা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা।

মিজ টেও বলেন, দুই বছরের ধরে তদন্ত চালানোর পর তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ মনে করে, এসব অর্থ তারা সিঙ্গাপুরের বাইরে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন জুয়া, অবৈধ অনলাইন গেম, অবৈধভাবে ঋণ দেয়ার মাধ্যমে আয় করেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে জালিয়াতিরও অভিযোগ আনা হয়েছে।

নিক্কেই এশিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, মিজ টেও সম্প্রতি পার্লামেন্টে বলেন, সিঙ্গাপুরকে অন্য কোন দেশের বলার দরকার হয় না যে আমাদের আইন প্রয়োগ করতে হলে কী করতে হবে, আর আমাদের নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট না হলে আমরাও সেটা করি না। এখানে আমরা তদন্ত শুরু করি কারণ আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে, অপরাধগুলো সিঙ্গাপুরেই সংগঠিত হয়েছে।

তবে অর্থ পাচারের তদন্তে চীনের সহায়তা নেয়া হয়েছিল কিনা সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাননি বলে সিঙ্গাপুরের সংবাদ মাধ্যম গাটজি এশিয়ার একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, বিদেশি কোন আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা নেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়টি জানানোর অনুমোদন নেই তার। তবে একাধিক বিচারব্যবস্থার সহযোগিতা রয়েছে এবং চীন ছাড়াও অন্য কোন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সহায়তা নেয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কত সম্পদ জব্দ হয়েছে?

গত অগাস্টে প্রাথমিক অবস্থায় যেসব সম্পদ জব্দ করা হয়েছিল সেগুলোর মূল্য ছিল আনুমানিক এক বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ড মিনিস্টার জোসেফিন টেও মঙ্গলবার পার্লামেন্টে বলেন, এই সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে এবং এখন সেগুলোর মূল্য প্রায় ২.৮ বিলিয়ন ডলার।

এসব সম্পদের মধ্যে রয়েছে ১৫২টি স্থাপনা, ৬২টি যানবাহন যাদের আর্থিক মূল্য প্রায় ১.২৪ বিলিয়ন ডলার। মদ এবং ওয়াইনের হাজার হাজার বোতল, ব্যাংকে জমা রাখা অর্থ যার পরিমাণ প্রায় ১.৪৫ বিলিয়ন ডলার। ৩৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি, ৬৮টি স্বর্ণের বার, ২৯৪টি ল্যাক্সারি ব্যাগসহ আরো অনেক কিছু। সিঙ্গাপুর সরকার বলছে, সন্দেহভাজনদের মধ্যে অনেকে যে উচ্চ মূল্যের সম্পদ যেমন গাড়ি, মদ বা গহনা কিনেছে সেগুলো সিঙ্গাপুরের আইনের আওতায় পড়ে না। কারণ সেগুলো মূল্যবান পাথর নয়। এমন অবস্থায় দরকার পড়লে অর্থপাচার বিরোধী নিয়মনীতিতে পরিবর্তন আনা দরকার কী না সেটিও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছে সরকার। সিঙ্গাপুরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ড মিনিস্টার জোসেফিন টেও দেশটির পার্লামেন্টে অর্থ পাচার সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। সেখানে তিনি বলেন, ২০২১ সালেই দেশটির কর্তৃপক্ষ নানা ধরণের সংকেত পায়। এর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে থাকা অর্থের উৎস প্রমাণ করতে নকল নথি বানানো হয়েছে বলে সন্দেহ ছিল।